চক্রধারী

পৌরাণিক নাটক

ভূতপূর্ব্ব মিনার্ভা সম্প্রদায় কর্ত্তৃক
ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত।
প্রথম অভিনয় রজনী—শুক্রবার, ৩রা জুন, ১৯৩৮

শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্ত, এম, এ

প্রকাশক—
শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্ত, এম-এ
"ওরিয়েন্টাল হোম"
১৩৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীশিশির কুমার বসু কর্তৃক
১৯৮।১নং কর্ণওয়ালিস
ভগবদ্দূত প্রেস হইতে
মুদ্রিত।

নট-বন্ধু,

শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

করকমলেষু—

শরৎবাবু,

চক্রধারী নাটকের "হিরো" ছিলেন আপনি। কিন্তু, নাটকখানি যখন মঞ্চস্থ হল, দুর্ভাগ্যবশতঃ, আপনি তখন মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে। আমার মন জানে—সেদিন আপনার অভাবে কী বেদনা বোধ করেছি! নাটকখানি আপনার হাতেই তুলে দিচ্ছি—এতে একটু সান্ত্বনা আছে বলে।

প্রীতিমুগ্ধ—

মহেন্দ্র গুপ্ত

কয়েকটী কথা

চক্রধারী নাটকের মূল কাহিনী শ্রীমদ্ভাগবত থেকে গ্রহণ করা। যুগোপযোগী নাটকীয় পরিস্থিতি রচনার জন্যে, মূলের মর্য্যাদা যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখে, কাহিনীটীকে পল্লবিত করা হয়েছে।

গোড়ায় বলে রাখা ভাল, এ নাটকের অন্তর্গত শম্বর মায়াবী দানব... জীবনে সে বহু অপরাধ করেছে......কিন্তু তবুও ইংরেজীতে যাকে "ভিলেন" বলে, শম্বর তা নয়। বিদ্যার দম্ভ তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছিল; তাই অকল্যাণের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে সে ভুল করে ক্রমাগত অকল্যাণের দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল, যার ফলে, নিজের প্রসারিত জালে জড়িয়ে তাকে নির্ম্মম মৃত্যু বরণ করে নিতে হ'ল। শম্বরের এই ভ্রান্তি দেখে অভিনয়কালে দর্শকদের অনুকম্পার হাসি হাসতে দেখেছি......ঠিক যেমন করে হাসে মানুষের নিয়তি—মানুষের অন্ধ-দৃষ্টির আড়ালে থেকে।

নাটকখানির সর্ব্বাঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ প্রযোজক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ঘোষ বি, এস্-সি, মহাশয়ের কুশলী হস্তের স্পর্শ সুস্পষ্ট। বিশেষ করে, প্রথম ও চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যের শেষাংশ এবং হাস্য-রস-সমৃদ্ধ রাহুর কাহিনীটী তাঁরই সংযোজনা। "বাজাও শিঙা আজ নাচের তালে" গানখানিও তিনিই রচনা করে দিয়েছেন। কালীপ্রসাদ বাবুর প্রয়োগ-নৈপুণ্যেই নাটকখানি আজ সর্ব্ব-জন-সমাদর লাভে ধন্য হয়েছে।

চক্রধারীর অভিনয়ে ষ্টারের কর্ত্তৃপক্ষের বিরাট আয়োজন আমাকে বিস্মিত করেছে। মঞ্চ-যাদুকর পরেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পরিকল্পিত অনুপম রূপ লোকে, ষ্টারের শিল্পীসঙ্ঘের সমবেত সাধনায় চক্রধারী যে অনবদ্য রস-সৃষ্টি করেছে— পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগার থেকে তা বারম্বার অভিনন্দিত হয়েছে।

সংগঠনকারীগণ এবং রূপ-দক্ষ শিল্পী-সঙ্ঘকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইতি—

কলিকাতা,

২৪শে জুন, ১৯৩৮।

নাট্যকার

চরিত্র-পরিচয়

পুরুষ

মহাদেব, শ্রীকৃষ্ণ, মদন, বলরাম

শুক্রাচার্য্য	...	দৈত্যগুরু
শম্বর	...	দৈত্যরাজ
প্রদ্যুম্ন	...	ঐ পালিত পুত্র
প্রলম্ব	...	ঐ ভ্রাতা
মকরাক্ষ	...	ঐ সেনাপতি
হয়গ্রীব	...	ঐ বয়স্য
রাহু	...	জনৈক দৈত্য ; শুক্রাচার্য্যের শিষ্য
কেতু	...	ঐ পুত্র

যাদবগণ, দৈত্যগণ, লীলাধরগণ, শিষ্যগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

মহাশক্তি, যোগমায়া, নিয়তি, রতি,

রুক্মিণী	...	শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী
বসুন্ধরা	...	দৈত্যরাণী
মায়াবতী	...	গঙ্গার পালিতা কন্যা

রাহুপত্নী, যাদবরমণীগণ, বসন্ত-লক্ষ্মী ও তার সহচরীগণ

দৈত্যরমণীগণ ইত্যাদি।

সংগঠনকারীগণ

সত্ত্বাধিকারী	...	শ্রীযুত সলিল কুমার মিত্র বি, কম্,
অধ্যক্ষ	...	„ জ্ঞানেন্দ্রকুমার মিত্র
প্রযোজক	...	„ কালী প্রসাদ ঘোষ বি, এস-সি
সুরশিল্পী	...	„ প্রণব কুমার দে
মঞ্চশিল্পী	...	„ পরেশচন্দ্র বসু (পটলবাবু)
নৃত্যাচার্য্য	...	„ সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় (কড়িবাবু)
মঞ্চতত্ত্বাবধায়ক	...	„ যতীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী
স্মারক	...	„ ভক্তিবিনোদ বিমল চন্দ্র ঘোষ
ঐ সহকারী	...	„ সুকুমার কাঞ্জিলাল
হারমোনিয়মবাদক	...	„ বিদ্যাভূষণ পাল
বংশীবাদক	...	„ ধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পিয়ানোবাদক	...	„ কালিদাস ভট্টাচার্য্য
কর্ণেটবাদক	...	„ জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
বেহালাবাদক	...	„ ললিত মোহন বসাক
সঙ্গতকারী	...	„ সতীশচন্দ্র বসাক
আড়বাঁশীবাদক	...	„ বিষ্ণুপদ মিত্র
আলোক পরিচালক	...	„ মন্মথ নাথ ঘোষ
রূপসজ্জাকর	...	„ নন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায়
এম্প্লিফায়ার-বাদক	...	„ দুলালচাঁদ মল্লিক

—•—

প্রথম অভিনয় রজনীর পাত্র-পাত্রীগণ

মহাদেব—	শ্রীকামাখ্যাচরণ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীকৃষ্ণ—	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দত্ত (বাঁকাবাবু)
বলভদ্র—	শ্রীসুশীলচন্দ্র ঘোষ
সাত্যকী—	শ্রীসনৎকুমার মুখোপাধ্যায়
মদন—	শ্রীমতী দুনিয়াবালা
প্রদ্যুম্ন—	শ্রীজীবনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
শুক্রাচার্য্য—	শ্রীমদনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
শম্বর—	শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস (হাজুবাবু)
প্রলম্ব—	শ্রীগগনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
হয়গ্রীব—	শ্রীকুসুমকুমার গোস্বামী
মকরাক্ষ—	শ্রীসন্তোষকুমার ঘটক
রাহু—	শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
কেতু—	মাষ্টার সতু
শিবতাণ্ডবে—	শ্রীরতন সেন
লীলাধর নৃত্যে—	শ্রীমহারাজ বসু
যাদবগণ দৈত্যগণ শিষ্যগণ	মণিচট্টো, অনিল, রবীন্দ্র চৌধুরী, সন্তোষ বন্দ্যো, অশ্বিনী মুখো:, পঞ্চানন চট্টো, মহাদেব পাল, অমূল্য মুখো:, বিষ্ণুসেন, কালী মজুমদার, নিমাই, সদানন্দ ঘোষ, রতন সেন, শিবশঙ্কর, মুরারী মিত্র, সত্যেন সর্ব্বাধিকারী, সুবোধ ভট্টা:, নলিন বাগ, ভোলানাথ চৌধুরী।

মহাশক্তি— শ্রীমতী করুণাময়ী

রুক্মিণী— শ্রীমতী রাধারাণী

যোগমায়া— শ্রীমতী তারকবালা

রতি— শ্রীমতী শেফালিকা

নিয়তি— শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী

বসুন্ধরা— শ্রীমতী নিভাননী

মায়াবতী— শ্রীমতী লাইট

রাহুপত্নী— শ্রীমতী মুকুল জ্যোতি

কিন্নরী, বাসন্তিকা, ফুল, ভ্রমর, কোকিল, নর্ত্তকীগণ — রাজলক্ষ্মী, তরঙ্গিণী, রাণীবালা (১নং), রেণুকাময়ী, বকুল, চুনিয়াবালা, সুশীলাবালা, পটলমণি, তারকদাসী, প্রভাবতি, আন্নাকালী, [illegible]তিকা, হাসি, আশা, রাধারাণী (২নং), সরসীবালা, বীণাপাণি (১নং), বীণাপাণি (২নং), রাণী (২নং), লীলাবতী, মনোরমা, তারা।

চক্রধারী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মায়ালোক

(মায়াকন্যাদের নৃত্যগীত)

এস মায়ালোকে এস চক্রধারী—
এস বঙ্কিম ঘনশ্যাম কৃষ্ণ মুরারী ॥
তোমার আরতি লাগি মায়াকাননে
মায়ার কুসুম ফুটে রাঙা স্বপনে
মঞ্জীর ছন্দে নাচে আনন্দে
মানস কুরঙ্গ চিত্তহারী ॥
এস হে ভুবন ভুলানো
এস হে স্বপন বুলানো
এস নীল নয়ান বংশী বয়ান
এস মধু ব্রজপুর নিকুঞ্জচারী ॥

(যোগমায়া ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

যোগমায়া। সে কি কথা জনার্দ্দন!
রুক্মিণীর সঙ্গে শেষে বাধালে কোন্দল?

শ্রীকৃষ্ণ। আমার নাহিক দোষ সত্য কহি তোমা যোগমায়া।
নিতান্ত নিরীহ প্রাণী, ছলনা লাম্পট্য কিম্বা বাদবিসম্বাদ
বিশেষতঃ যার মধ্যে রহিয়াছে নারী
হেন স্থলে কোন কালে থাকে না মুরারী।
অবশ্য, এক অপবাদ মোর আছে চোর বলে—
কিন্তু সেও কহি, ভাল লোক পেয়ে মোরে
সে কেবল দুর্জ্জনেরা রটে।

যোগমায়া। সত্য সত্য বটে ব্রজেন্দ্র সুন্দর—যত অপবাদ তব
সবই শুধু দুষ্ট লোকে গায়!
গোকুল নগরে এক ননীচোরা বালক গোপাল
দুরন্ত দৌরাত্ম্যে তার কাঁদাইল যশোমতী মায়ে
সে কেবল দুষ্টের রটনা! কৈশোরে কিশোর শ্যাম
কালিন্দি পুলিনে হরিল বসন যত ব্রজ ললনার
এক নহে—দুই নহে, ষোল শত গোপীর পরাণী
মোহন মুরলি রন্ধ্রে এক সাথে করিয়াছ চুরি
সেও শুধু দুষ্টের রটনা! যে হোক—সে হোক
বল কৃষ্ণ—রুক্মিণীর সহ তব কি হেতু কলহ?

শ্রীকৃষ্ণ। ব্যাপার সামান্য অতি, যারে কহে একেবারে অকিঞ্চিৎকর।
জানো দেবী, জন্মিয়াছে রুক্মিণীর প্রথম নন্দন।
শিশু দেখিবারে গেলে কহিল রুক্মিণী; পুত্রে তব দেহ উপহার

নহে আমি দেখিতে দিব না। আমিও নিরীহ প্রাণী,
অর্থ তার অত শত বুঝিতে পারিনি—
সরল বিশ্বাসে তাই কহিনু তখনি,
অবিলম্বে পুত্রে তব দিব উপহার
পুত্রহারা কোনো এক জননীর কোলে।
কথা শুনে অকস্মাৎ মূর্চ্ছিতা রুক্মিণী
দ্বারকার ঘরে ঘরে ক্রন্দনের ধ্বনি—
চারিদিকে বেধে গেল মহা গণ্ডগোল—
দাদা বলদেব নিজে তেড়ে এল লইয়া লাঙল ;
ভয় পেয়ে তাই আমি এসেছি পলায়ে।
আচ্ছা, তুমি মোরে কহ যোগমায়া—
পুত্রে তব দেহ উপহার—ঠিক এই কথা বলেছে রুক্মিণী,
আমার উত্তর—উপহার দিব তারে—
পুত্রহারা অন্য এক জননীর ক্রোড়ে ;
বিচার করিয়া বল—
ইথে মোর কিবা অপরাধ ?

যোগমায়া। শঠ-চূড়ামণি কৃষ্ণ, কিছুই বোঝ না তুমি
কিছুই জান না !
নবজাত শিশু তরে সুমঙ্গল উপহার চাহিল রুক্মিণী—
আর তুমি কিনা পুত্রে তার দিতে চাও
অন্য কোনো পুত্রহীনা জনে !
কি তোমার মনোভাব কহ তো কেশব ?
রুক্মিণীর মাতৃ-অঙ্ক শূন্য করি দিয়া

আজীবন কাঁদাইতে অভিলাষ তারে ?
হে নিষ্ঠুর, এমন পাষাণে তুমি বাধিয়াছ হিয়া
বিন্দু মাত্র বোঝ নাকি মায়ের বেদনা ?

শ্রীকৃষ্ণ। মায়ে যদি নাহি বোঝে মায়ের বেদনা—
আমি কি বুঝিব বল ?
দেবী যোগমায়া,
তুমি কিন্তু অকারণ তিরস্কার করিতেছ মোরে !

যোগমায়া। কেশব ?

শ্রীকৃষ্ণ। শুন তবে কহি স্পষ্ট করি—
সুহোত্র নামেতে দ্বিজ গঙ্গাতীরবাসী—
গায়ত্রী তাহার পত্নী।
দুই জনে প্রিয় ভক্ত মোর ; শালগ্রাম পূজে নিতি তুলসী চন্দনে
শিশুপুত্র তাহাদের নয়ন-আনন্দ—
বন পথে গৃহহারা হল একদিন।
তাহারি সন্ধানে পাগলিনী সম মাতা
সারাদিন বনে বনে ভ্রমিয়া কাঁদিল—
অবশেষে সন্ধ্যাকালে লভিয়া সন্তানে
গায়ত্রী সে গৃহে ফিরে এল !
সেই দিন—সেই দিন শুধু মাত্র, পূজা আয়োজনে
ঘটেছিল বিলম্ব কিঞ্চিৎ।
তাহাতেই রুক্মিণীর কত পরিহাস !
কহিলেন মোরে—এই তব প্রিয় ভক্ত ? সন্তানে হারায়ে
এমনি বিহ্বলা নারী, পূজা দিতে যথাকালে হল বিস্মরণ !

এরই তরে এত গর্ব্ব তব ? কি আর কহিব আমি !
রুক্মিণীর সে সময়ে জন্মেনি সন্তান ! জনমিলে
সেই দিনই রুক্মিণীরে দিতাম বুঝায়ে—
মায়ের বেদনা কিবা। বুঝাতাম তারে
আমিই গোপালরূপে ফিরি ঘরে ঘরে—
সন্তানে বঞ্চনা করা আমারে বঞ্চনা,
সন্তানেরে স্তন্য দিলে তাহে মিটে যায়
ব্রজের মাখন চোরা গোপালের ক্ষুধা !

যোগমায়া। জনার্দ্দন—জনার্দ্দন—

শ্রীকৃষ্ণ। পুত্রবতী রুক্মাদেবী আজ—
আজ তারে সে বেদনা বুঝাইতে পারি।
অবশ্য, তাই বলে আমি যে করিব কিছু নিজে
এহেন দুর্ব্বুদ্ধি মোর নাহি যোগমায়া !
ও শুধু কথার কথা বলিলাম তোমা।
কে এমন মূর্খ বল—
প্রিয়ারে কাঁদায়ে শেষে আপনি কাঁদিবে ?

শম্বর। (নেপথ্যে) মাতা—মাতা—

শ্রীকৃষ্ণ। ওই ! কে ডাকে তোমারে দেবী ?

যোগমায়া। আসিতেছে দানব শম্বর !
মম কৃপা বলে মায়া বিদ্যা শিক্ষা তার
পূর্ণ এতদিনে, তাই বুঝি আসে দৈত্য
মোরে সম্ভাষিতে।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি তবে চলিলাম দেবী,

মায়াবী জনেরে আমি বড় ভয় করি।
তবে এক কথা বলে যাই তোমা—
আজ কিন্তু মায়া মুগ্ধ হতে মোর
বড় সাধ জাগিয়াছে চিতে। (প্রস্থান)

(শম্বরের প্রবেশ)

শম্বর। মাতা—মাতা—
যোগমায়া। দৈত্যরাজ—
শম্বর। সত্য কহ আজি আমি অজেয় জগতে ?
যোগমায়া। পরিপূর্ণ সিদ্ধি আজি করায়ত্ত তব,
মায়াবলে তাই তুমি অজেয় জগতে।
শম্বর। ইচ্ছায় আমার তরঙ্গ-উচ্ছল সিন্ধু
বারি-শূন্য হবে মাতা আঁখির পলকে ?
মরুভূমি মাঝে আমি মুহূর্ত্তে রচিতে পারি
নন্দন কানন ? নয়ন নিমেষ পাতে
পারি আমি ধরণীতে
ইন্দ্রপুরী করিতে সৃজন ?
যোগমায়া। বলেছি তো, বিদ্যাবলে তোমার অসাধ্য নাই
কোনো কার্য্য আজ। ত্রিলোকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মায়াধর তুমি।
শম্বর। বিদ্যার প্রমাণ ?
যোগমায়া। ইচ্ছা হয় করহ পরীক্ষা, বল কি চাহ দেখিতে ?
শম্বর। ইচ্ছা—ইচ্ছা—শুন দেবী,
আজি মোর মায়াবিদ্যা তপস্যার সিদ্ধির দিবসে

জেগেছে অন্তরে এক মহা কৌতূহল ;
শুনিতে বাসনা মম কিবা মোর নিয়তি বিধান।
কহ দেবি, শম্বরের ভবিষ্য-জীবন কোন পথে হবে নিয়ন্ত্রিত ?

যোগমায়া। মায়া মন্ত্রে উজ্জীবিতা তোমার নিয়তি
ওই ওই হের দৈত্যরাজ, মূর্ত্তি লয়ে দেখা দিল গগনের পটে।

(যোগমায়ার প্রস্থান)

(নিয়তির আবির্ভাব)

শম্বর। নিয়তি—নিয়তি মোর !

নিয়তি। নিয়তি—তোমার নিয়তি আমি শুনহে শম্বর,
বল ত্বরা, কি কারণ উজ্জীবিতা করিলে আমারে ?

শম্বর। সত্য যদি তুমি মোর নিয়তি-রূপিণী
শুন তবে কহি দেবী—
মায়ার প্রসাদে আজি জেনেছি অন্তরে
বিশ্বে আমি অজেয় পুরুষ !
জ্ঞান হয়, মৃত্যু মোর পদানত ভৃত্যসম
বন্দিবে চরণ। তবু মনে জাগে কৌতূহল
শুনিতে তোমার মুখে ভবিষ্যৎ কাহিনী আমার।
বল দেবী, মায়া বলে মৃত্যুজয়ী হবে কি শম্বর ?

নিয়তি। এ বড় কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলে মোরে।
যে বিদ্যা লভেছ তুমি দুই দিকে তার
অপেক্ষিছে দুইরূপে জীবন, মরণ।
কর যদি শুভ কর্ম্মে বিদ্যার প্রয়োগ

মায়া বলে সাধ যদি নিখিল কল্যাণ—
তোমার মরণ তবে দেখিতে পাইনা ;
যদি বা সে মৃত্যু থাকে সেও এত দূরে
যেথায় পশিতে নারে দৃষ্টি নিয়তির।
আর—আর যদি—
হিংসা মদগর্ব্বে মাতি অপব্যয় করো এ বিগ্যার—

শম্বর। কি—কি হইবে তবে ?

নিয়তি। মৃত্যু মৃত্যু · আজি হতে দ্বাবিংশ বৎসরকাল
না হতে অতীত—মৃত্যু তবে গ্রাসিবে তোমায়।

শম্বর। কি · কি বলিলে—অপব্যয় করিলে বিগ্যার
দ্বাবিংশ বৎসর মধ্যে মরণ আমার !
আপন পৌরুষে যদি মায়া বিগ্যা মহাশক্তি করিনু অর্জ্জন
প্রয়োগ তাহার ইচ্ছাধীন হবে না আমার ?
প্রতিপদে শুভাশুভ হিতাহিত না গণি যগুপি
মৃত্যু মোর অদৃষ্ট লিখন !
ভাল—ভাল—বলহে নিয়তি, কেবা সে দুর্দ্ধর্ষ বীর
শম্বরের মৃত্যু তরে জনম যাহার ?
স্বর্গে—মর্ত্তে—রসাতলে সত্য কহ,কোনস্থানে আবাস তাহার ?

নিয়তি। জন্ম তার দ্বারকানগরে, অধর্ম্মের শাস্তিদাতা—
পুণ্যকীর্ত্তি যদুবংশধর।

শম্বর। যদুবংশধর ? যদুবংশে জনমিল অরাতি আমার !
উদ্যত কৃপাণ করে এখনি তাহারে—
নিয়তি—নিয়তি—কহ শীঘ্র—
কেবা সেই শত্রু মম ? কৃষ্ণ বাসুদেব ?

নিয়তি। কৃষ্ণ কারো শত্রু নয় শুনহে শম্বর—
যে তাঁহারে শত্রুরূপে করয়ে ভজনা সেই শুধু শত্রু হয় তার।
নতুবা শ্রীকৃষ্ণে জেন যুগে যুগে মিত্র জগতের।

শম্বর। রহস্য-দুর্ব্বোধ্য বাণী করো পরিহার
স্পষ্টভাবে কহ ত্বরা কৃষ্ণ যদি নয়, কেঁবা তবে—
শম্বরের জন্মশত্রু হয়?

নিয়তি। ইঙ্গিতে বলিতে পারি দেখ বিচারিয়া—
স্পষ্ট করি বলিতে অক্ষম।
রুক্মিণীর নয়নের মণি—নবীননীরদ শ্যাম অঙ্গের লাবণি
কন্দর্পের অবতার ধরা মাঝে লভিল জনম—
সে-ই শত্রু তব!

(নিয়তির প্রস্থান)

শম্বর। নিয়তি—নিয়তি! একি!
অন্তর্দ্ধান হইল নিয়তি দুর্ভেদ্য রহস্য মাঝে
রাখিয়া আমারে! রুক্মিণীর নয়নের মণি, কন্দর্পের অবতার
সে-ই শত্রু মম—দ্বাবিংশ বৎসর মধ্যে তার করে আমার নিধন!
না—না কখন তা হইতে দিবনা—
নিয়তি লঙ্ঘিব আমি মায়ার প্রভাবে!
সত্য যদি বিদ্যালাভ করে থাকি আমি,
কেন নাহি পারিব রোধিতে
করাল রূপিণী ওই নিয়তির গতি—
বিষবৃক্ষ-মূলচ্ছেদ করিব এখনি।
যোগমায়া—যোগমায়া—

(যোগমায়ার পুনঃপ্রবেশ)

কহ সত্য করি—
রুক্মিণীর নয়নের মণি কেবা সেইজন ?
কৃষ্ণ ?—অথবা—

যোগমায়া। রুক্মিণীর গর্ভে আজি জন্মেছে কুমার !
দ্বারকা উৎসবমত্ত কৃষ্ণ-সুতে হেরি !
আজি এই উৎসব মুহূর্ত্তে—তা হতে অধিক—
রুক্মিণীর প্রিয় বল কে আছে জগতে ?

শম্বর। শিশুপুত্র ! রুক্মিণীর শিশুপুত্র !
সেই শিশু লক্ষ্য মোর !
যোগমায়া—যোগমায়া, এসো আজি সাহায্যে আমার
জন্মশত্রু বধি আমি হব নিষ্কণ্টক।

যোগমায়া। শম্বর—শম্বর—স্থির হও, ত্যাগ কর সঙ্কল্প আপন।
শিশু হত্যা করিবে কি শেষে ?
এই তব বিদ্যার প্রয়োগ ?

শম্বর। বিদ্যার প্রয়োগ আমি জানি ভাল মতে—
বিষতরু মূল কাটি সময় থাকিতে।
যোগমায়া, প্রতিবাদ নাহি চাই—
আজি তুমি অনুগত মম—
যে ভাবে চালাব আমি সেইমত চলিতে হইবে।
শোন আজ্ঞা মোর
সঙ্গে মম দেহ তব মায়া কন্যাগণে—

আজ্ঞা করো তাহাদের মোর সনে অবিলম্বে
প্রবেশিতে দ্বারকা নগরে—

যোগমায়া। দ্বারকা নগরে ? এ সময় পুরী ত্যজি যাবে তুমি দ্বারকানগরে !
বেশ, করো তব যেবা ইচ্ছা হয় !
কিন্তু স্মরণ কি নাহি তব হে দানবরাজ—
পত্নী তব সতী বসুন্ধরা আসন্ন-প্রসবা আজি দৈত্যপুরী মাঝে,
এ সময় পুরীত্যাগ তব সঙ্গত হইবে ?
অরক্ষিত রাখি তারে যাবে তুমি দ্বারকা নগরে ?

শম্বর। ভাল কথা করায়েছ মনে—
সত্য বটে, পত্নী মম আসন্ন-প্রসবা—
কিন্তু শত্রু বধ অগ্রে প্রয়োজন।
শোনো যোগমায়া, পত্নী মম নহে অরক্ষিতা।
বেষ্টিয়া শম্বর-পুরী মেঘ-চুম্বী দুর্ভেদ্য প্রাচীর
প্রতিদ্বারে অস্ত্র করে দানব প্রহরী—
যাব আমি মায়াজলে আচ্ছাদিয়া পুরী—
কোন শত্রু পশিতে নারিবে।
অগৌণে ফিরিব যবে দ্বারাবতী হতে,
দেখিব নবীন শিশু মহিষীর ক্রোড়ে। দুশ্চিন্তা করহ ত্যাগ
আজ্ঞা কর দেবী মায়াকন্যাগণে মোর অনুবর্ত্তী হয়ে
আচ্ছাদিতে দ্বারাবতী অভেদ্য মায়ায়।

যোগমায়া। শম্বর—শম্বর—
এখনো তোমারে কহি
দুষ্ট বুদ্ধি থাকে যদি করো পরিহার ;
নহে হবে মহা সর্ব্বনাশ।

শম্বর। উপদেশ শুনিবার নাহি অবকাশ
মায়া কন্যাগণে আগে আজ্ঞা দেহ দেবী—

যোগমায়া। ভাল, তাই হোক তবে। বুঝিলাম এতক্ষণে
কি কারণ কহিল কেশব—বড় সাধ জাগিয়াছে চিতে—
মায়া মুগ্ধ হইতে আজিকে।
যাও দৈত্যরাজ, আমার কিঙ্করীগণ
তোমার ইচ্ছায়—অবিলম্বে দ্বারাবতী আচ্ছন্ন করিবে—
নিদ্রার কুহক মন্ত্রে নিবিড় মায়ায়।

শম্বর। অসীম মায়াবী কৃষ্ণ—সেও যেন হয় দেবী—
আচ্ছাদিত এই মায়া জালে—

যোগমায়া। তাই হবে—

শম্বর। প্রণিপাত যোগমায়া চরণে তোমার
সদয় হয়েছ যদি জানিও নিশ্চয়—আজি হতে
মৃত্যুঞ্জয়ী হইল শম্বর।

যোগমায়া। মৃত্যুঞ্জয়! হারে মূঢ়
অবিদ্যায় পরিণত করে যে বিদ্যারে
আপনার প্রসারিত জালে হইয়া জড়িত
নিজ মৃত্যু রচে সেই—আপনার হাতে।

শম্বর। কোন শঙ্কা করোনা জননী—
শত্রুবধে নাহি কোন পাপ।
আপন পুরুষকারে নিয়তির গতিরোধ করিব নিশ্চয়।
হ্যাঁ, ভাল কথা, দ্বারাবতী যাত্রাকালে এক প্রশ্ন সুধাই তোমারে,
পত্নী মোর আসন্ন-প্রসবা—

তার গর্ভে আজি যেই জন্মিবে সন্তান
কিবা তার ভাগ্য লেখা দেবী যোগমায়া ?—

যোগমায়া। ভাগ্য লেখা ভবিষ্যের গর্ভে রাজা রয়েছে নিহিত।
তথাপি বাসনা যদি জানিতে তোমার
শুন দৈত্যরাজ, কহি নিয়তির বাণী
যদি তব পুত্র জন্মে—সেই পুত্র তব
দিগ্বিজয়ী বীর শ্রেষ্ঠ হবে, পিতৃশত্রু করিবে নিধন—
আর যদি কন্যা তব লভয়ে জনম
রূপবতী গুণবতী ভুবন বিদিতা
তথাপি সে পিতৃ-অরি জানিহ নিশ্চয়।

শম্বর। পিতৃ-অরি কন্যা মোর ?

যোগমায়া। —যদি কন্যা লভয়ে জনম !

শম্বর। যে হোক সে হোক তার স্বরূপ ব্যবস্থা
যথাকালে অবশ্য করিব। এবে কাল বয়ে যায়
বারেকের তরে শুধু
বসুন্ধরা পত্নীরে সম্ভাবি
যাব আমি অবিলম্বে জন্মশত্রু নাশে !
হও মম সহায় জননী।　　　　(প্রস্থান

—•—

দ্বিতীয় দৃশ্য

দ্বারকার প্রাসাদ

(যাদবগণের উৎসব সঙ্গীত)

স্ত্রী। আকাশ ছিঁড়ে ভুঁয়ের পরে আজকে চাঁদের মেলা,
(ওরে) দেখে এলাম মায়ের কোলে নূতন শ্যামের খেলা।

পু। সত্যি নাকি? ও গোপিনী ছেলে দেখলি কেমন বল?

স্ত্রী। যেন নীল সায়রে রূপের কমল করছে টলমল।

পু। সত্যি নাকি? ও গোপিনী, ছেলের চোখ দুটি বেশ ভালো?

স্ত্রী। ও তার চাউনি দেখে মাতাল চকোর ভোলে চাঁদের আলো।

পু। হাসতে জানে? ও গোপিনী, শুনলি তাহার হাসি?

স্ত্রী। ও তার হাসির নেশায় জাগায় প্রাণে বৃন্দাবনের বাঁশী।

উভয়ে। শুকশারী তাই গাইছে গান প্রাণ যমুনা বয় উজান
সেই উজানে দাও ভাসায়ে কৃষ্ণ প্রেমের ভেলা।

(প্রস্থান)

(বলভদ্র ও সাত্যকির প্রবেশ)

বলভদ্র। রে সাত্যকি, কি সংবাদ? শিশুসহ
রুক্মিণীদেবী আছেন কল্যাণে?

সাত্যকি। সবার কল্যাণ দেব। এইমাত্র আসিনু দেখিয়া।
আলো করি সূতিকা ভবন হাসিতেছে নব শিশু

মাতৃক্রোড়ে পূর্ণ ইন্দু সম।
নবীন নীরদ কান্তি নধর গঠন,
জ্ঞান হয় আবির্ভূত হল বুঝি পুনঃ কামদেব।
বলদেব—চলো শিশু আপনি দেখিবে।

বলভদ্র। এবে নহে, কৃষ্ণের কি আছে মনে—
গেল কোন দিকে—কিছুই বুঝিতে নারি।
ফিরে এলে দুইভাই একত্রে হেরিব।
শুন কহি হে সাত্যকি—
মায়াবী দানবগণ শত্রু আমাদের—
তাই ভয় কখন কি হয়। সাবধানে রক্ষ পুরী
সারা নিশা দ্বারে থেকো জাগ্রত প্রহরী
প্রাণীমাত্র পুরী মাঝে না পারে পশিতে।

সাত্যকি। যথা আজ্ঞা বলদেব,
যদুকুল রক্ষীগণসহ আপনি নিযুক্ত রব পুরী প্রহরায়—

(উভয়ের প্রস্থান)

(মায়াকন্যাগণের মায়াগীত)

ভুবন-ছায় নরম পায় আয়রে আয় ঘুম
আঁখি-পাতায় অলস বায় বুলিয়ে যায় চুম।
স্বপন-পুর কোন্ সুদূর
ঝিমায় কোন্ নিঁদালু সুর
ঝুমুর ঝুম্ ঝুমুর ঝুম্ বাজিয়ে আয় ঘুম।

(শম্বর ও যোগমায়ার প্রবেশ)

শম্বর। ঘুমন্ত যাদবপুরী— বলদেব এখনো জাগ্রত।

যোগমায়া। মায়ার কিঙ্করী এরা, মায়াবলে বিশ্ববিজয়িনী ;
বলভদ্রে অবিলম্বে করিবে বিজয়। (অন্তরালে অবস্থান)

(বলদেবের পুনঃপ্রবেশ)

বলদেব। একি ঘোর অন্ধকার দ্বারাবতী
আচ্ছন্ন করিল। লুপ্ত চন্দ্র গ্রহতারা
স্তব্ধ বুঝি বায়ুর সঞ্চার,
নিস্তরঙ্গ কাল সিন্ধু নিশ্চল আসনে—
কে অই যোগিনী বামা বসিয়াছে ধ্যানে !

(পশ্চাতে ছায়ামূর্ত্তিতে মায়াকন্যার আবির্ভাব ও মায়াক্রিয়া)

অবোধ্য নীরবভাষে ও কি মন্ত্র করে উচ্চারণ ?
দুইবাহু প্রসারিয়া নয়নে আমার
বুলাইতে চাহে ওকি মায়ার স্বপন।
নিদ্রা—নিদ্রা—নিদ্রা ঘোরে সারা দেহ
হইল অবশ। আপনি নামিয়া আসে
আঁখির পল্লব। একি মায়া—একি সুপ্তি
কোন মতে গতি তার রোধিতে পারিনা—
হে যাদব রক্ষিগণ—
কোথায় সাত্যকি, দ্বারে থেকো সর্ব্বক্ষণ জাগ্রত প্রহরী—
আমি শুধু—আমি শুধু—পলকের ঘুম—(নিদ্রিত হইলেন)

শম্বর।　(অস্ফুট ভাষে যোগমায়াকে জিজ্ঞাসা করিল)

কোন পথে যাব ?

[যোগমায়া নীরব অঙ্গুলী সঙ্কেতে নেপথ্যে দেখাইয়া দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। একটু পরে শম্বর এক সদ্যোজাত শিশুকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ করিল]

শম্বর।　হাঃ হাঃ হাঃ—পেয়েছি পেয়েছি তুষ্টে !

যাই লয়ে পুরীর বাহিরে—

স্বহস্তে ফেলিয়া দিব তরঙ্গিত মহা সিন্ধুজলে—

(প্রস্থান)

[অপর দিক হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।]

শ্রীকৃষ্ণ।　যোগমায়া—

(যোগমায়ার পুনঃপ্রবেশ)

যোগমায়া।　কিবা আজ্ঞা নারায়ণ ?

শ্রীকৃষ্ণ।　কার্য্য তব করহ জননী—

শিশুরে করহ রক্ষা সিন্ধুজল হতে !

যোগমায়া।　যথা ইচ্ছা তব চক্রধারী—　(যোগমায়ার প্রস্থান)

[ধীরে ধীরে অন্ধকার অপসারিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলরামের নিকট অগ্রসর হইলেন।]

শ্রীকৃষ্ণ।　আর্য্য বলভদ্র !—আর্য্য বলভদ্র !

(বলরাম জাগিয়া উঠিলেন)

বলরাম।　কৃষ্ণ—

শ্রীকৃষ্ণ।　ভূতল-শয়ন কেন হে আর্য্য তোমার ?

কোথা পুরবাসী সবে ?

বলদেব। কে কোথায় নাহি জানি, অকস্মাৎ বড় তন্দ্রা—
এ কি, কিসের এ কোলাহল?

শ্রীকৃষ্ণ। জ্ঞান হয় ওঠে ধ্বনি
রুক্মিণীর অন্তঃপুর হতে

বলদেব। রুক্মিণীর অন্তঃপুর হতে—
কি আশ্চর্য্য! এযে শুনি ক্রন্দনের—
ধ্বনি! আয় ভাই, শীঘ্র আয়
দেখে আসি নবীন শিশুরে।

(সাত্যকীর প্রবেশ)

সাত্যকী। সর্ব্বনাশ বলদেব,
রুক্মিণীর অন্তঃপুরে নিরুদ্দেশ শিশু—

বলরাম। কি—কি বলিলে—নিরুদ্দেশ শিশু!
কেশব—কেশব, ওই বুঝি ধেয়ে আসে
রুক্মাদেবী পাগলিনী প্রায়!
কোথা শিশু—কোথা শিশু তার!

(রুক্মিণীর প্রবেশ)

রুক্মিণী। কোথা শিশু, কোথা শিশু, মোর মাতৃ অঙ্ক হতে
হে কেশব, কে হরিল রুক্মিণী নন্দনে—

বল—কৃষ্ণ। রুক্মাদেবী—রুক্মাদেবী—

রুক্মিণী। মুহূর্ত্তের তন্দ্রা ঘোরে আছিনু মগন—
তন্দ্রা ত্যজি উঠে দেখি
বক্ষ মোর শূন্য করি অস্ত গেছে নবীন চন্দ্রমা!

রামকৃষ্ণ অবতার তিন লোকে কহে
সেই রামকৃষ্ণ-পুরী হতে কে হরিল কে হরিল কৃষ্ণের তনয়ে !

বলদেব । দেবী—দেবী, পরম পাতকী আমি—
মম অপরাধে মম কাল নিদ্রা ঘোরে
তস্কর হরিল আজি রুক্মিণী নন্দনে ।
রে সাত্যকী—সঙ্গে আয়—
খুঁজে দেখি কোথায় তস্কর !
তপ্ত রক্তধারে তার ফিরায়ে আনিব মোরা রুক্মিণী নন্দনে
নহে প্রাণ সিন্ধুজলে দিব বিসর্জ্জন ।

(সাত্যকী সহ প্রস্থান)

রুক্মিণী । জনার্দ্দন, নীরবে দাঁড়ায়ে কেন পাষাণ সমান ?
তবে কি পাবনা তারে ফিরায়ে আবার ?
এই যদি মনে ছিল তব—
কেন দিলে অভাগীরে দুর্ল্লভ রতন ?
কেন সে অস্ফুট ভাবে ওমা—ওমা বলে
আমারে পাগল করি গেল পলাইয়া ?
কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—পায়ে ধরি তব—
ফিরে দাও আমার দুলালে !—

শ্রীকৃষ্ণ । রুক্মাদেবী, রুক্মাদেবী, হয়োনা বিহ্বল ;
রোগ শোক দুঃখ জ্বালা জীবের নিয়তি
দেহধারী জীবমাত্রে সে যাতনা সহিতে হইবে ।
ঐ শোন দিকে দিকে গৃহে গৃহে উঠিছে ক্রন্দন
কৃষ্ণপ্রিয়া, জগন্মাতা যদি তুমি তবুও মানবী—

ঐ লক্ষ কোটী ব্যথা দীর্ণ মানবের সনে
তোমারও কাঁদিতে হবে, কাঁদিবে কেশব,
দ্বারাবতী ধরার গোলক—
সেও দেবী কত যুগ কত যুগান্তর—
এমনি বেদনা ভরে করিবে ক্রন্দন।

রুক্মিণী। কেশব, কেশব—

শ্রীকৃষ্ণ। এস তুমি শ্রীকৃষ্ণবাঞ্ছিতা—
বেদনার দীক্ষা মন্ত্রে শিখাইব আজি তোমা—
ধরণীর নবযুগ-গীতা—

রুক্মিণী। হে পাষাণ! কেমন নিষ্ঠুর তুমি
জননী হৃদয় নিয়ে ছেলেখেলা কর!
দেখাও সন্তানে মোর বারেকের তরে
নহে, এখনি ত্যজিব প্রাণ পদতলে তব!

শ্রীকৃষ্ণ। স্থির হও—স্থির হও দেবী।
নিয়তি রোধিতে শক্তি আছে বা কাহার?
বারেকের দেখা পেলে শান্ত যদি হয় তব মন
জ্ঞান চক্ষে তবে করহ প্রত্যক্ষ দেবী,
এ মুহূর্ত্তে পুত্র তব-কি ভাবে রয়েছে!—

[পশ্চাতে ছায়াপটে দেখা গেল আকাশ পথে উড়িয়া আসিয়া শম্বর শিশুকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিল]

(রুক্মিণী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন)

রুক্মিণী। ওঃ—(মূর্চ্ছিতা)

শম্বর। হাঃ—হাঃ—হাঃ (প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। (স্থির যোগমগ্নভাবে দণ্ডায়মান)

[সমুদ্র গর্ভ হইতে শিশুপুত্রকে লইয়া যোগমায়া সমুদ্রের উপরে ভাসিয়া উঠিলেন।]

শ্রীকৃষ্ণ। যাও যোগমায়া—
বিশ্বের কল্যাণ হেতু যাওগো জননী—
প্রসারিয়া মায়া-জাল মুগ্ধ কর শম্বর-পত্নীরে,
শত্রু গৃহে শত্রু মাঝে নিয়তি চালিত শিশু
যদি দেবী হয়গো পালিত
কে ভেদিবে দুর্ভেদ্য সে মায়াজাল তব ? —

যোগমায়া। অপরূপ ইচ্ছা তব ওহে চক্রধারী।

[দৃশ্যান্তর]

(শম্বরের অন্তঃপুর—নবজাত কন্যা ক্রোড়ে বসুন্ধরা)

বসুন্ধরা। কন্যা ! কন্যা ! অবশেষে কন্যা মোর লভিল জনম !
পিতৃ-শত্রু কন্যা মোর উদর-কণ্টক !
কেমনে দেখাব মুখ স্বামীরে আমার !
না—না—নিজ হস্তে কন্যা মোর করিব নিধন।

(যোগমায়ার আবির্ভাব)

যোগমায়া। স্থির হও দেবী বসুন্ধরা !
শিশু হত্যা মহাপাপ জেনো।
দাও কন্যা মম করে, প্রয়োজন বুঝি
বিসর্জ্জিব কন্যা তব আমি নিজে জাহ্নবী সলিলে।

(যোগমায়া কন্যা গ্রহণ করিতে উহা এক নীলকান্তি পুত্র-সন্তানে রূপান্তরিত হইল)

এরে, কোথা কন্যা তব ?
হের হের বসুন্ধরা—
অপরূপ পুত্র তব নয়ন আনন্দ
খেলিতেছে দুই কর মেলি—

বসুন্ধরা। পুত্র—পুত্র! সেকি !
না—না। স্বচক্ষে দেখেছি আমি কন্যা মোর লভেছে জনম !
একি তবে মায়া তব দেবী যোগমায়া ?—

যোগমায়া। মায়া বটে ! কিন্তু এই মায়া বশে
চলিছে জগৎ। তুমি বসুন্ধরা
কেন না চলিবে ? ধর পুত্র তব—
ইহার রহস্য কথা কেহ না জানিবে।
আপনি বরুণ লক্ষ্মী দিলা দান এরে
কন্যাহারা শূন্য কোল তব করিতে পূরণ ;
সিন্ধুজলে আসিল ভাসিয়া নন্দনের পারিজাত হার—
নিবে কি নিবে না বল দেবতার দান ?

বসুন্ধরা। অপূর্ব্ব এ শিশু ! সুন্দর, সুন্দর !
জানিনা কি অলক্ষ্য মায়ায়
কন্যা মোর স্পর্শ মাত্রে রূপান্তর করিলে নন্দনে !
যে হোক সে হোক—
এই মোর নয়নের মণি !—
দুটি ক্ষুদ্র বাহু মেলি বক্ষ মাঝে উঠিবারে চায়
সন্তান সন্তান মোর—(বক্ষে তুলিয়া)
পুত্র—পুত্র—পুত্রবতী আমি— (যোগমায়ার প্রস্থান)

শম্বর। (নেপথ্যে) রাণী—রাণী—

বসুন্ধরা। ঐ আসে স্বামী মোর!
কি বলিয়া কন্যা মম দেখাব তাঁহাকে?
না—না, পুত্র—পুত্র মোর লভেছে জনম—

(শম্বরের প্রবেশ)

শম্বর। রাণী—রাণী, কোথায় সন্তান মোর—
রাণী বসুন্ধরা? (শিশুকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল)
একি—কেবা এই শিশু!

বসুন্ধরা। আমার সন্তান—

শম্বর। তোমার সন্তান! কী আশ্চর্য্য! ঠিক এই মূর্ত্তি—এই মূর্ত্তি
ছিল তার! সেই মোর সদ্যোজাত দুষ্ট অরাতিরে
নিজ হস্তে এই মাত্র দিনু বিসর্জ্জন!
তারি প্রতিরূপ শিশু সন্তান আমার!—

বসুন্ধরা! কি? কি বলিলে?
কার অঙ্ক শূন্য করি দিয়ে এলে তুমি?
হে পাষাণ—হে নিষ্ঠুর—সন্তানের পিতা হয়ে সন্তানে বধিলে?
নাহি জানি কি বা আছে অদৃষ্টে বাছার— (বুকে চাপিল)

শম্বর। রাণী—রাণী! দাও পুত্র মোরে।

বসুন্ধরা। না—না—নিওনা নিওনা কেড়ে বক্ষের দুলাল।
শিশুঘাতী তুমি—
তব পাপ স্পর্শ নাহি সহিবে কুমার!

হে পাষাণ, ধরি পায়—

বসুন্ধরা দুঃখিনীরে কাঁদায়ো না আর !

শম্বর। সত্য—সত্য—একি ভ্রান্তি !

প্রতিহিংসা বশে আমি গিয়াছি ভুলিয়া—

ধরণীর সব শিশু একই রূপ ধরে ;

আপন সন্তানে তাই শত্রু শিশু ভাবি !

হাঃ—হাঃ—হাঃ—

[অলক্ষ্যে নিয়তির অট্টহাস্য ; শম্বর অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—"নিয়তি" !!]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দৈত্যপুরের প্রাসাদ কক্ষ

(দৈত্যগণ ও নর্তকীদের গীত)

রম্ ঝম্ রম্ ঝম রম্ ঝম্ রম্
বল্ সই কোনজন মোর প্রিয়তম ?
আঁখি পাখী চঞ্চল যারে দেখে ফিরে চায়
নানাছলে অঞ্চল ফুলডালে বেধে যায়,
যারে দেখে উন্মন যৌবন নিধুবন
যার সনে চোখে চোখে হয় শুধু আলাপন
মুখে কই নাহি চাই, চাই বলে মন
সেই জন শোন সই মোর প্রিয়তম।

প্রলম্ব। বাঃ বাঃ এই তো চাই ; নাচ, গাও, ফুর্ত্তি কর, হাঃ হাঃ হাঃ— ভরপুর আনন্দ—মজাদার জীবন—শুধু রঙিন নেশায় মাতিয়ে তোল—গাও, তোমরা সব আবার গাও—

১ম সখি। কি গান গাইব রাজভ্রাতা ?

২য় সখি। কি গান গাইব সখা ?

৩য় সখি। কি গান গাইব কবি ?

প্রলম্ব। কেন? তোমাদের এতকাল ধরে যা শেখালুম তাই গাইবে।

১ম সখি। ভোগের গান?

২য়। উপভোগের গান?

প্রলম্ব। আনন্দের গান। আমার দাদা মহারাজ শম্বরাসুর—এই যে পৃথিবীর সব ভোজবিদ্যা আয়ত্ত করেও এতকাল ধরে মনে শান্তি পাচ্ছেন না, জীবনটাকে নষ্ট করতে চলেছেন—আমি বুঝলে কিনা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি! সুরা আর সুন্দরীর রঙীন নেশায় যে মনটাকে তাজা করে নিতে না পারে, সে বোকা সে বোকা —হাঃ হাঃ হাঃ—.

(নর্ত্তকীদের গীত)

পোড়োনা গোমড়া মুখে হুমড়ী খেয়ে
সোয়োনা পুঁথির জ্বালাতন
প্রাণ জুড়িয়ে দিব বঁধু মুখ-মধু
দিব এই সুধার পরশন।
জীবন জোড়া দ্বন্দ্ব সমাস সন্ধি হসন্ত
পিছন দিয়ে যায় পালিয়ে প্রাণের বসন্ত।
পুঁথির পাতা দাও উড়ায়ে গন্ধ বিভোল দখিন বায়ে
নীতির চেয়ে ঢের ভাল ভাই প্রীতির গুঞ্জরণ।

প্রলম্ব। আরে বাহবা—বাহবা—চমৎকার; "নীতির চেয়ে ঢের ভাল ভাই প্রীতির গুঞ্জরণ।" আরে, তোমরা দেখছি আমার কবিতার মর্ম্ম একেবারে হাড়ে হাড়ে বুঝে নিয়েছ—একেবারে বেমালুম হজম করে বসে আছ! বলে—'জীবন

জোড়া দ্বন্দ্ব সমাস সন্ধি হসন্ত, পিছন দিয়ে যায় পালিয়ে প্রাণের বসন্ত'—ঠিক ঠিক—মূর্খ লোকে বোঝে না—তাই শুধু বিদ্যার পিছু পিছু ছুটে মরে, হাঃ হাঃ হাঃ, কতগুলো মূর্খে মিলে এই সুন্দর রঙীন পৃথিবীটাকে কি অসুন্দরই না করে তুলেছে! ওহে হয়গ্রীব, ওহে মকরাক্ষ—তোমরা বেদ পড়েছ?

হয়গ্রীব। তা আর পড়ি নি রাজভ্রাতা?

প্রলম্ব। কি আছে তাতে? 'সত্যং শিবং সুন্দরং' অর্থাৎ কিনা সুন্দর যে সেই সত্য—সেই শিব। পৃথিবীতে সুন্দর কি? নারী—আর এই সুরা! অতএব ভাইসব—এ শুধু প্রলম্ব কবির কথা নয়—বেদেরও মর্ম্ম, নারীই সত্য—সুরাই সত্য, নারীই শিব—সুরাই শিব। অতএব—গাও সবে নারী সুরা সত্য শিব সুন্দরের জয়।

সকলে। জয় সুন্দরী নারীর জয়—সুন্দর সুরার জয়!

(দৈত্যগণ ও নর্ত্তকীগণের গীত)

মহুয়ার মৌ আর রাঙা বৌ—
বিধাতার সেরা সৃষ্টি
তারা তৃষিত হিয়ায় নিমেষে জুড়ায়
করি চুম্বন-মধু বৃষ্টি।
তরুণী প্রিয়ার চকিত পরশে
রঙীন সুরার গোলাপী আবেশে
চাষা হয় কবি ধোবা আঁকে ছবি
লাগে গাধার আওয়াজও মিষ্টি।

প্রলম্ব। লাগে গাধার আওয়াজও মিষ্টি !

(নেপথ্যে) জয় মহারাজ শম্বরাসুরের জয়।

হয়গ্রীব। আরে চুপ—চুপ মহারাজ আসছেন—মহারাজ আসছেন।

প্রলম্ব। আরে কে মহারাজ ? আসতে দাও আসতে দাও গান বন্ধ করোনা—গান বন্ধ করোনা—

হয়গ্রীব। (প্রলম্বের মুখ চাপিয়া) আঃ চুপ করুন—চুপ করুন—যাও যাও, তোমরা এখন যাও। (নর্ত্তকীগণের প্রস্থান)

(দৈত্যরাজ শম্বরের প্রবেশ)

সকলে। জয় মহারাজ শম্বরাসুরের জয় !

প্রলম্ব। জয়—

শম্বর। প্রদীপ-মালিনী পুরী সঙ্গীত-মুখরা
দিকে দিকে বেণুধ্বনি নৃত্যপরা অপ্সরীর নূপুর নিক্কণ।
হে বয়স্য হয়গ্রীব, রাজভ্রাতা প্রলম্ব অসুর,
সেনাপতি মকরাক্ষ,
কেহ কি বলিতে পার—
দৈত্যপুরে কেন আজ বিচিত্র উৎসব ?

মকরাক্ষ মহারাজ
কালি পৌর্ণমাসী তিথি নিশা অর্দ্ধ যামে
যুবরাজ প্রদ্যুম্নের বয়ঃক্রম পূর্ণ হবে দ্বাবিংশ বৎসর ;
মম অনুমান সেই হেতু এ উৎসব দৈত্যপুরী মাঝে।

শম্বর। হুঁ, হয়গ্রীব... ..?

হয়গ্রীব। আজ্ঞে মহারাজ, আমার অনুমান হচ্ছে এটা আমারই

জন্ম উৎসব। কারণ আমারও জন্ম হয়েছিল ঠিক ওই পূর্ণিমা রাতেই, নইলে এমন চাঁদের মাধুরী গা বেয়ে উপচে পড়ছে কেন ?

প্রলম্ব। কেন ? কারণ মূর্ত্তিমান রাহু তুমি
চন্দ্র সুধা অত্যধিক করিয়াছ পান, তাই উঠিতেছে
সুধার উদ্গার। আমি কহি শুন ভ্রাতা
কি কারণ এ হেন উৎসব। আর দুইদিন পরে
দৈত্যকুল সিংহাসনে বসাইয়া প্রাণপ্রিয় সোদরে তোমার
তুমি যাবে মহানন্দে যমপুরী মাঝে—তাই—

শম্বর। প্রলম্ব !

প্রলম্ব। কেন, আজি সন্ধ্যাকালে বলিলে যে মোরে
দ্বাবিংশ বৎসর পূর্ব্বে নিয়তি বলিয়াছিল—

শম্বর। স্তব্ধ হও স্তব্ধ হও হে প্রলম্ব।
মকরাক্ষ, হয়গ্রীব, ক্লান্ত আমি, বিশ্রাম—বিশ্রাম চাই—

প্রলম্ব। প্রাণ সহোদর, তুই কি রাগিলি মোর পর ?

হয়গ্রীব। আঃ চলে আসুন, দেখছেন না ব্যাপারটা সুবিধার নয়।

প্রলম্ব। তা তো নয়ই, বড় বেশী সুরাপান
করেছে শম্বর। ঐশ্বর্য্যের সুরা,
তদুপরি অত্যধিক করিয়াছে
বিদ্যা সুরা পান—
কত বলি বারণ শোনে না মোর ভাই।

(প্রলম্বকে টানিয়া লইয়া হয়গ্রীবের প্রস্থান)

শম্বর। উত্তেজিত মস্তিষ্ক আমার

দাবানল জ্বলে যেন লেলিহান জিহ্বা প্রসারিয়া
না—না উন্মাদের প্রলাপ কেবল।
প্রলম্ব সে সুরাপায়ী প্রমত্ত নির্ব্বোধ !
উন্মত্ত প্রলাপ ! প্রলম্বের উন্মত্ত প্রলাপ !
কহে কিনা নিয়তি বলিয়াছিল—
দ্বাবিংশ বৎসর মধ্যে আমার মরণ !
দ্বারকানগর মাঝে শত্রু মম লভিল জনম !
জন্মিয়াছে শত্রু মোর ; কিন্তু নাহি জানে আমি যে তাহারে
নিজ হস্তে বধিয়াছি সিন্ধুজলে দিয়া বিসর্জ্জন।
হাঃ—হাঃ—হাঃ—

[চতুর্দ্দিক হইতে তাহারই হাসির প্রতিধ্বনির মত অট্টহাস্য জাগিয়া উঠিল ; আকাশপটে নিয়তি মূর্ত্তি দেখা দিল ; শম্বর চমকিয়া উঠিল]

শম্বর। ওকি—কে—কে হাসিছে অট্টহাসি !

নিয়তি। তোমার নিয়তি !

শম্বর। নিয়তি ! এসেছিস পুনঃ ? কেন এসেছিস !
লৌহ মুষ্টি নিষ্পেষণে
আমি তোর কণ্ঠ রুদ্ধ করিব নিশ্চয়।

নিয়তি। আরে মূঢ়
নিয়তির কণ্ঠরোধ হয় না কখন।
দ্বাবিংশ বৎসর পূর্ব্বে একবার সে প্রয়াস
করেছিলি তুই ; পারিলি কি রোধিতে তাহারে ?

শম্বর। পারিয়াছি, অবশ্যই পারিয়াছি—
তোমার বিধান খণ্ডন করেছি আমি—

নিজ হস্তে হত্যা করি রুক্মিণী নন্দনে ,
মৃত আজি রুক্মিণীর নয়নের মণি,
মৃত মম জন্ম-শত্রু শুনহে নিয়তি—

নিয়তি। নহে মৃত, শত্রু তব এখনও জীবিত—

শম্বর। এখনও জীবিত! (উঠিয়া খড়্গ ধরিল)
বধিলাম রুক্মিণী নন্দনে
তবু শত্রু এখনও জীবিত ?
তবে কি সে দুষ্টমতি নন্দের নন্দন ?
শীঘ্র কহ কেবা সে দুর্ম্মতি, কোথায়
সে লুক্কায়িত এবে ?

নিয়তি। নহে লুক্কায়িত দূরে—আছে তব একান্ত নিকটে
তোমারই ভবন মাঝে—তোমারই প্রাসাদে,

শম্বর। আমারই প্রাসাদে!

নিয়তি। হ্যাঁ তোমারই প্রাসাদে! তোমারই নয়ন অগ্রে
প্রচণ্ড মহিমাদীপ্ত সূর্য্যের মতন
বিচরণ করিতেছে নিঃশঙ্ক হৃদয়ে।
সাধ্য নাই সাধ্য নাই রে দানব
কেশ অগ্র স্পর্শিবি তাহার (নিয়তির প্রস্থান)

শম্বর। কভু নহে কভু নহে শোন ওরে নির্ব্বোধ নিয়তি
শত্রু যদি জীবিত আমার
অবিলম্বে—তপ্ত রক্ত ধারে তার
সুনিশ্চিত করিব তর্পণ!
শত্রু – শত্রু —

(খড়্গ লইয়া ছুটিলেন, রাণী বসুন্ধরা ও প্রদ্যুম্নের প্রবেশ। শম্বর যেন প্রদ্যুম্নকে শত্রু মনে করিয়া মস্তক লক্ষ্য করিয়া খড়্গ তুলিলেন।)

প্রদ্যুম্ন। পিতা—পিতা—

শম্বর। শত্রু—শত্রু—

বসুন্ধরা। এ কি কর—এ কি কর মহারাজ! সম্মুখে নন্দন তব—
চেয়ে দেখ কুমার প্রদ্যুম্ন।

শম্বর। (জাগরিত হইয়া) প্রদ্যুম্ন! প্রদ্যুম্ন! তাইতো—
তবে—তবে একি হ'ল?

প্রদ্যুম্ন। পিতা, নিদ্রাঘোরে দুঃস্বপ্ন কি দেখিয়াছ তুমি?

শম্বর। দুঃস্বপ্ন! নাহি জানি স্বপ্ন কি প্রত্যক্ষ—
দেখিয়াছি নিয়তিরে মম! প্রদ্যুম্ন,
সত্বর সন্ধান করো গৃহমাঝে লুক্কায়িত অরাতি আমার,
শীঘ্র যাও খুঁজে দেখ কোথায় সে পিতৃশত্রু তব,
পরিচয় যদুকুলোদ্ভব দুষ্ট শঠ জনার্দ্দন—।
ছিন্ন মুণ্ড, ছিন্ন মুণ্ড অরাতির আনো ত্বরা করি।

প্রদ্যুম্ন। জনার্দ্দন! জনার্দ্দন! (প্রদ্যুম্নের প্রস্থান)

বসুন্ধরা। মহারাজ, কহ মোরে, কি কারণ এমন উতলা?
কি কহিল নিয়তি তোমারে?

শম্বর। শুন রাণী বসুন্ধরা—
আশ্চর্য্য কাহিনী এক অতীব গোপন
তব পাশে করিব প্রকাশ।
দ্বাবিংশ বৎসর পূর্ব্বে শুনেছিনু নিয়তির বাণী
আমার মরণ লাগি যদুকুলে জন্মেছে অরাতি।

বসুন্ধরা। সে কি মহারাজ ?

শম্বর। রুক্মিণীর নয়নের মণি কহিলা নিয়তি,
ইঙ্গিতে জানাল সে-ই অরাতি আমার।
আত্মরক্ষা হেতু তাই, অমনি সেদিন
রুক্মিণীর শিশুপুত্রে মায়াবলে করিনু হরণ।

বসুন্ধরা। তারপর···তারপর ?
কি করিলে শিশুরে লইয়া ?

শম্বর। জন্মশত্রু জন্ম মাত্রে করিতে নিধন
সিন্ধু জলে দুষ্ট শিশু দিনু বিসর্জ্জন।

বসুন্ধরা। সিন্ধু জলে, সিন্ধু জলে দিলে বিসর্জ্জন!
দ্বাবিংশ বৎসর পূর্ব্বে
শিশু তুমি সিন্ধু জলে দেছ বিসর্জ্জন!
যোগমায়া! যোগমায়া!
প্রদ্যুম্ন—কোথা গেল প্রদ্যুম্ন আমার!

শম্বর। রাণী—রাণী—একি! কম্পান্বিত কেন তুমি—
স্বেদ-জল কি হেতু ললাটে—দুই চোখে অশ্রুধারা
কি হেতু উছলে ? রাণী—

বসুন্ধরা। মহারাজ! মনে পড়ে দ্বাবিংশ বৎসর পূর্ব্বে,
আমারে শুনায়েছিলে যোগমায়া বাণী—

শম্বর। যোগমায়া বাণী!

বসুন্ধরা। বলেছিলে, মোর গর্ভে যে কন্যা জন্মিবে
সে তোমার—সে তোমার—মৃত্যুর কারণ!

শম্বর। কিন্তু গর্ভে তব জন্মেনি নন্দিনী—
মায়াবাণী ব্যর্থ করি জন্মিয়াছে পুত্র মম কুমার প্রদ্যুম্ন।

বসুন্ধরা। হাঁ হাঁ, প্রদ্যুম্ন—প্রদ্যুম্ন!
মিথ্যা কথা…কে বলে জন্মেছে কন্যা?
জন্মিয়াছে পুত্র মোর কুমার প্রদ্যুম্ন!
মহারাজ, যোগমায়া বাক্য তবে হবে তো বিফল?

শম্বর। ব্যর্থ…ব্যর্থ হবে নিয়তি বিধান,
নিশ্চিন্ত, নির্ভয় থাকো
রাণী বসুন্ধরা। স্পর্দ্ধিতা নিয়তি কহে—
দ্বাবিংশ বৎসর মধ্যে আমার মরণ!
দ্বাবিংশ বৎসর প্রায় হল সমাপন,
কোনো চিন্তা নাহি কর রাণী।

বসুন্ধরা। দুইদিন…দুইদিন অবশিষ্ট রয়েছে এখনো;
কালি পৌর্ণমাসী রাত্রি অতীত হইলে
পূর্ণ হবে দ্বাবিংশ বৎসর।
মহারাজ, চরণে মিনতি তব
মহেশ্বরে একমনে করহ অর্চ্চনা। চরণে তাঁহার
তোমার মঙ্গল চাহ,
আর চাহ পুত্রের কল্যাণ। শিব-তুষ্টি সাধ ত্বরা
নব বিল্বদলে।

শম্বর। ভাল, তাই হবে রাণী;
এত যদি আশঙ্কা তোমার
করো আয়োজন তবে, পূজিব মহেশে।

—•—

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

(ছাগল টানিতে টানিতে রাহুর প্রবেশ)

রাহু। লাগ ভেল্কি লাগ
ডাইনে পবন বাঁয়ে যা
কুল পবনের মাথা খা
পাকা চুল শোণের নড়ী
সাত শিয়ালের গলায় দড়ি
মা মনসার হাতে বেড়ি
আয় আয় আয়, তি-তি-তি
কার আজ্ঞে ? না, দেবী কামিখ্যের আজ্ঞে।

(একদল দৈত্যের প্রবেশ।)

১ম। ও কি হচ্ছে রাহু ভাই ?

রাহু। স্—স্—স্—ভড়কে যাবে।

২য়। ভড়কে যাবে কি হে ? ব্যাপারখানা কি ?

রাহু। চুপ—আস্তে ; বশীকরণ।

১ম। বশীকরণ ! হাঃ—হাঃ—হাঃ, রাহু ভাই কি মন্ত্র পড়ে ছাগল বশ কচ্ছ নাকি ?

সকলে। হাঃ—হাঃ—হাঃ—

২য়। তা দিব্যি নধর ছাগলটা!

৪র্থ। বশ করবার উপযুক্ত জীবই বটে!

২য়। বলি, রাহু ভাই, আমাদের কিন্তু ওটীকে দেখে জিভ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

৩য়। দাদা, বশ কর আর যাই কর, আমাদের কিন্তু ওর ভাগ দিতে হবে।

১ম। আচ্ছা, রাহু ভাই, ব্যাপারখানা কি? ছাগল নিয়ে পড়েছ কেন?

রাহু। কেন? তা তোমরা বুঝবে কি? পড়নি ত আমার মত সৌখীন বউয়ের হাতে; পড়তে তো বুঝতে, তার শাড়ী আর গয়নার বায়নাক্কার ঠেলায় চোখে ধুতরো ফুল দেখতে। গরীব গেরস্থ, ছা-পোষা মানুষ আমরা আমাদের কি ঐ সব বিদ্যেধরী বউ পোষায়।

২য়। তা যেন বুঝলাম। কিন্তু বিদ্যেধরী বউয়ের সঙ্গে ছাগলের কি সম্বন্ধ হে?

রাহু। আছে বৈ কি দাদা, আছে! ও বউ ছাগল দুইই সমান— বশ করতে পার ভাল, নইলে শিং নেড়ে গুঁতোতে কেউই ছাড়ে না।

সকলে। হাঃ—হাঃ—হাঃ—

৪র্থ। দাদা বলেছ ভাল!

৫ম। তাই বুঝি এই ছাগল বশ করেই দেখছ যে বউ বশ করতে পারবে কি না?

২য়। বুদ্ধি মন্দ করনি রাহু ভাই!

৬ষ্ঠ। রাহু ভায়া আমাদের হুঁসিয়ার আছে!

রাহু। আরে ভাই, ঠাট্টা নয়, জান না তো সেই মন্দভাষিতা মুচকি-হসিতাকে—ভাল করে মন্তরটী পরখ না করে হুট করে তার সামনে এগুনো বড় চাট্টিখানি কথা নয়, ও ছোট থেকে সুরু করাই ভাল, ছাগল যদি বশ হয় তবে বউ বশ কর্ত্তেই বা কতক্ষণ!

১ম। তা কর দাদা, ছাগলই বশ কর।

২য়। বউ বশ না হয়, ছাগল নিয়েও ঘর করা চলবে।

রাহু। তবে-রে বেল্লিক! (তাড়া করিল)—দেখেছ? দেখেছ?

৫ম। আহাহা, চট কেন দাদা!

৩য়। তুমি যেমন বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ—তোমার ঘর কর্ত্তে ছাগল বড় বেমানান হবে না।

রাহু। শুন্‌ছ? শুন্‌ছ? খুন করেঙ্গা, খুন করেঙ্গা। আমায় পাঁটা বল্লে!

১ম। আহাহা, চটো না দাদা, চটো না।

২য়। এই এই, তোরা সব চুপ কর।

সকলে। চুপ, চুপ, চুপ।

রাহু। আমি পাঁটা।

সকলে। না, কথ্‌খনো না।

রাহু। আমি পাঁটা!

সকলে। তা কখনও হতে পারে?

রাহু। আচ্ছা, আগে ছাগলটাকে ত বশ করি—তারপর দেখব কে পাঁটা।

১ম। তাই দেখো দাদা, তাই দেখো।

৪র্থ। নাও, এইবার মন্তর আওড়ানো সুরু কর।

রাহু। আচ্ছা, সব স্থির হয়ে দাঁড়াও—

১ম। এই, সব স্থির হও—

রাহু। জয় মা কামিখ্যে—
লাগ লাগ লাগ লাগ,
লাগ ভেল্কী লাগ—

৪র্থ। হয়েছে—হয়েছে থাম ··থাম রাহু ভাই?

রাহু। কি হয়েছে!

৪র্থ। বশ! ওই দেখ ছাগল বশ হয়েছে?

রাহু। অ্যাঁ! কি করে বুঝলে?

৪র্থ। ওই যে, দেখ না—কেমন পিট পিট করে তোমার দিকে চাইছে! কেমন ছল ছল প্রেমবিহ্বল নয়নে তাকাচ্ছে!

রাহু। অ্যাঁ, তাকাচ্ছে? তোমরা দেখতে পাচ্ছ—তাকাচ্ছে।

সকলে। হ্যাঁ।

রাহু। মার দিয়া কেল্লা! এইবার সেই মৃদুমুচকি-হসিতার সামনে হুঙ্কার দিয়ে আবির্ভূত হব—আর আমায় পায় কে? বাবা, আমাদের সম্রাট শম্বরাসুর এই মায়াবিদ্যার বলে কত না রকমারি কাজ করছে—আর আমি একটা ছোট্ট বউ বশ করতে পারব না! তাইতো এই গুরু শুক্রচার্য্যের আশ্রমে গিয়ে কত ফন্দী ফিকির করে বশীকরণ বিদ্যেটা বেমালুম শিখে নিলুম। এইবার দেখা হলেই এই একটা সিন্দুরের ফোঁটা। ব্যস্, আর যায় কোথা? বেটাকে

আমার পায়ের তলায় লুটোতেই হবে। হুরুরে—হারে—রগ—রগ—রগ—রগ—ওঃ বাবা!

১ম। কি হল রাহু ভাই ?

রাহু। আমার কেতুর মা অর্থাৎ আমার মৃত্যুহসিতা—মানে আমার ইস্ত্রী—এই দিকেই আসছে।

১ম। তা তোমার ভয় কি ? বিদ্যেতো শেখাই আছে—ফুল-চন্দন নিয়ে লেগে যাও—এস হে আমরা চলি।

২য়। হ্যাঁ, দাম্পত্য কলহে চৈব—আমাদের থাকাটা অসঙ্গত।

৩য়। তা রাহু ভাই—তোমার ওই ছাগলটাকে দাও, আমরা নিয়ে যাই।

রাহু। কিন্তু—

৪র্থ। আর ও ছাগল নিয়ে মাথা ঘামিও না দাদা, আমরা গাঁটের কড়ি খরচ করে ঘি মশলা কিনে নেব এখন। তুমি বউ বাগাও ভায়া—বউ বাগাও।

রাহু। তোরা যাসনি দাদা—দাঁড়া, আমার যেন কেমন ভয় ভয় করছে।

১ম। ভয় কি রাহু ভাই! বিদ্যে শিখেছ এখন তাল ঠুকে লেগে যাও—ভয় কি ?

৪র্থ। দরকার হয়, আমরা তো কাছেই রইলাম!

(রাহু ব্যতীত সকলের প্রস্থান—রাহুপত্নীর প্রবেশ)

রা-প। এই যে আমার গুণনিধি! বলি, কোথায় ছিলেন এতদিন ? না বলে কয়ে, ঘর-সংসার ফেলে কোথায় যাওয়া হয়েছিল ?

রাহু। এসো—এসো—প্রিয়ে—প্রেয়সী আমার—
লাগ ভেল্কী লাগ—

রা-প। আ মর, বিড় বিড় করে কি বক্‌ছিস্! তোর হোল কি ?

রাহু। ডাইনে পবন বাঁয়ে যা
কুল পবনের মাথা খা
পাকা চুল শোনের নড়ী
সাত শিয়ালের গলায় দড়ি
মা মনসার হাতে বেড়ি
আয় আয় আয়—তি তি তি
কার আজ্ঞে ? না, দেবী কামিখ্যের আজ্ঞে।
লাগ ভেল্কি লাগ।

রা-প। ওমা, মিন্‌সে পাগল হ'ল নাকি ?

রাহু। (মন্ত্র অন্তে) জয় মা চণ্ডিকে !
আয়, এই সিন্দুর তোর কপালে পরিয়ে দি !

রা-প। সিন্দুর ! কিসের সিন্দুর রে ! ন্যাকাম করবার আর জায়গা পাওনি ?

রাহু। ন্যাকামী ? না ত! একেবারে জলজ্যান্ত সাক্ষাৎ ফলপ্রদ মা কালীর সিন্দুর ।

রা-প। (ভক্তি গদগদ ভাবে) মা, মাগো, বিপত্তারিণী।

রাহু। একটী কৌটা কপালে পরলে...যা, আর বিধবা হবি নি, এই নে (সিন্দুর দিয়া) জয় মা কামিখ্যে—মার দিয়া কেল্লা !

রা-প। কি হল ?

রাহু। বলি, কেমন ! এইবার ! এইবার !

রা-প। আঃ মোলো—তোর হ'ল কি ?

রাহু। কেমন ? এইবার ? গা টা একটু ছম্ ছম্ করছে কি না ? আমার পায়ে লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে কি না ?

রা-প। মরণ আর কি ?

রাহু। মরণ নয়, মরণ নয়, (সুরে) এ নহে মরণ—এ বশীকরণ !

রা-প। বশীকরণ ?

রাহু। ওই সিন্দুর—বশীকরণের কৌটা। ওই দিয়ে আজ তোকে বশ করলুম।

রা-প। বটে, তবে রে মুখপোড়া ন্যাকামি করবার আর জায়গা পাওনি—দাঁড়াও তো—

রাহু। প্রিয়ে—প্রিয়ে, এই কি হ'লে বশ ?

রা-প। দাঁড়া তো রস্কে মিন্‌সে, ঝেঁটিয়ে আজ ছাড়াব তোর রস—(তাড়া করিল)

রাহু। ও বাবা— (প্রস্থান)

—•—

তৃতীয় দৃশ্য

বনভূমি

(লীলাধরগণের নৃত্যগীত)

উভয়ে। পীত বসন বনমালী—
মম মানস গোকুলে নাচে রে কুতুহলে
রাখাল নাচে সাথে দিয়ে করতালি ॥

পুঃ। চরণে মঞ্জীর রুণু ঝুণু বোলে

স্ত্রী। মাতিল মধুকর গুঞ্জন রোলে

পুঃ। মুরলী পঞ্চমে ধরিল তান

স্ত্রী। যমুনা অমনি বহিল উজান

উভয়ে। রসবতী ধনী ব্যাকুল পরাণী
লাজ ভয় সেই সুরে সব দিল ডালি ॥ (প্রস্থান)

(অপরদিক হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও মদন রতির প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। শুন রতি মদনের প্রিয়া,
শুনহে বসন্ত সখা তরুণ মদন,
কি কারণ তোমা দোঁহে করিনু স্মরণ—
দেখিছ কি দূর বনভূমে
এই পথে, এইদিকে আসিতেছে কা'রা ?

রতি। প্রভু, কে উহারা পুরুষ রমণী ?

শ্রীকৃষ্ণ। চিনিতে পার না রতি ?

কাম-রতি অংশে জন্ম ওই দুই যুবক যুবতী,
তোমাদেরই নব রূপ ওরা।

মদন। সত্য...সত্য—তাই বটে!
অনিন্দ্য সুন্দর যুবা, রূপবতী মোহিনী যুবতী!
কোথায় আছিল এরা?
প্রিয়জনরূপে কেমনে চিনিল দোঁহে কহ নারায়ণ?

শ্রীকৃষ্ণ। কন্যা এল গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতে
আর ওই যুবা এল—
আপনার পিতৃশত্রু খুঁজিয়া দেখিতে;
হেনকালে অশরীরী তোমাদের শুনিল সঙ্গীত
মুগ্ধ চক্ষে পরস্পর নেহারিল দোঁহে
প্রথম প্রণয় লেখা কিশোর হৃদয়ে।

রতি। জনার্দ্দন—

শ্রীকৃষ্ণ। চুপ্‌, চুপ্‌ আসে ওরা এই দিক পানে,
শুন কাম, শুন রতি,
দেবকার্য্য সাধন কারণ
ইহাদের সম্মিলন হ'ল প্রয়োজন।
পঞ্চশর জুড়ি তব পুষ্পধনু মাঝে
মোহিনী সঙ্গীতে করো বিমোহিত দোঁহে,
ধরা মাঝে নব বসন্তের করহ সূচনা,
প্লাবিয়া অম্বরতল তোলহ ঝঙ্কার,
বিশ্ব সৃষ্টি মুগ্ধ হোক নব সুরজালে।
চল এবে যাই অন্তরালে—　　　　(প্রস্থান)

(বসন্ত সঙ্গীত)

(কিন্নর কিন্নরীর প্রবেশ)

কিন্নর। নাচো সুন্দরী কিন্নরী গো—

কিন্নরী। নাচো কিন্নর সুন্দর—

উভয়ে। আজি বাসন্তী সঙ্গীতে গো
তোলো ঝঙ্কার মন্থর।

(বসন্তলক্ষ্মীর প্রবেশ)

বসন্ত লক্ষ্মী। আমি বাসন্তিকা রঙের শিখা বুনছি মরমমূলে
মোর আলতা মাখা চরণ ছুঁয়ে সাজলো দেখ ফুলে
বন সাজলো দেখ ফুলে।

(ফুলবালাদের প্রবেশ)

ফুল। যুঁই চামেলী পারুল লো অপরাজিতা সই
আমরা যদি এলাম তবে মনের মিতা কই—
মোদের মনের মিতা কই ?

(পীকের প্রবেশ)

পীক্। কঁউ কঁউ কঁউ
আমি পীক্ দিক্ দিক্
খুঁজে ফিরি বউ

(ভ্রমরের প্রবেশ)

ভ্রমর। চপল ভ্রমর আমি
খুঁজি শুধু মউ।

সকলে। জাগো জাগো মধুচন্দ্র জাগো
আজি এ মাধবী রাতে নিখিল নয়ন পাতে
সান্দ্র মধুর তব স্বপন আঁকো।
জাগো জাগো মধু-চন্দ্র জাগো ॥

(মদন রতির প্রবেশ)

মদন। ওগো সরমীলতা, ওগো সরমীলতা,
তোমার কানে কানে কই একটী কথা, শুধু একটি কথা।
রতি। আমি জানি গো জানি, তব গোপন বাণী
জানি কুসুম-ধনু, কেন চঞ্চলতা !
মদন। শোন একটী কথা. শুধু একটী কথা।
রতি। ছি ছি চঞ্চল, ছাড় অঞ্চল—
লাজে মরি কি বিষম নিলাজ তুমি।
মদন। আমরা নিলাজ মুখে তোমরা নিলাজ বুকে
ছলনা করোনা এসো কপাল চুমি।
রতি। ছি ছি নিলাজ তুমি, বড় নিলাজ তুমি—
রেখো না অধর আর অধর 'পরি।
মদন। সাগর মথিয়া প্রিয়া, উঠেছিল যে অমিয়া
(তবে) সে সুধা রাখিলে কেন অধর ভরি ?
রতি। ছি ছি লাজে মরি, ছাড় চঞ্চলতা,
মদন। শোন একটী কথা শুধু একটী কথা।

(সকলের প্রস্থান)

(অপর দিক হইতে মায়াবতী ও প্রদ্যুম্নের প্রবেশ)

প্রদ্যুম্ন। কি বলিলে নাম? মায়াবতী?

মায়াবতী। মায়াবতী—গঙ্গার নন্দিনী আমি—
আর তুমি?

প্রদ্যুম্ন। প্রদ্যুম্ন আমার নাম—শম্বর নন্দন।

মায়াবতী। প্রদ্যুম্ন! প্রদ্যুম্ন তোমার নাম!
কোন ক্ষণে—কোন ছলে বলতো কুমার—
তোমার ও মধুক্ষরা নামের মাধুরী
ছড়ায়ে দিয়েছ তুমি দিক দিগন্তরে!
কখন শিখালে বিশ্বে নাম মন্ত্র তব?

প্রদ্যুম্ন। তখনি শিখানু দেবী, যেইক্ষণে ঐ তব
অনিন্দ্য-মুরতি বিমুগ্ধ নয়নপথে প্রথম উদিল;
হেলায়ে বঙ্কিম গ্রীবা, চকিত প্রেক্ষণে,
পলকের তরে শুধু স্মিত-হাস্যে চাহিয়া বারেক
যবে তুমি ফিরে গেলে দেবী,
তখনি আমার নাম
শিখাইয়া চঞ্চল পবনে, কহিলাম মৃদুস্বরে তার কানে কানে
হে সমীর, যাও যাও—
আমার বারতা কহ প্রিয়ারে আমার
কহ তারে মম পরিচয়।

মায়াবতী। ছিঃ ছিঃ, কি নির্লজ্জ তুমি!

প্রদ্যুম্ন। নির্লজ্জ! কেন? মোদের প্রণয়বার্ত্তা
কহিয়াছি চঞ্চল পবনে—তাই মোরে কহিছ নির্লজ্জ?

আশঙ্কা কোরো না দেবী—
কতো বিরহের ব্যথা, কত মধু মিলন বারতা—
রাত্রি দিন সঙ্গোপনে বহিছে পবন,
কারো কথা কারো কাছে করে না প্রকাশ ;
প্রণয়ের দূতরূপে
পবনে জানিও দেবী বড়ই বিশ্বাসী ।
একি, লাজ-রক্ত তনুলতা কি হেতু কাঁপিছে !
কিসের সঙ্কোচ তব আমারে কুমারী ?

(মায়াবতীর গীত)

সখা, আমার মিনতি ধরো—
সুধায়ো না কোন্ অসহ পুলকে হিয়া কাঁপে থরো থরো ॥
রজনীগন্ধা কথা নাহি কয় রজনীনাথেরে হেরি,
নীরবে কেবল গন্ধ বিলায় মঞ্জুল বন ভরি ।
নয়নের ভাষা যদি নাহি জান,
সাজে না সাজে না তাহে অভিমান,
উতলা পবনে কহে এ লগনে
(শুধু) মিলন-সুধায় ভরো ॥

প্রদ্যুম্ন। মায়াবতী—মায়াবতী— [হস্তধারণ]

মায়াবতী। একি হ'ল—একি স্পর্শ বিজলী সমান !
না না, ঐ, কে যেন আসিছে হেথা ! হে কুমার—
আমার মিনতি ধরো, ছাড় হাত ত্বরা,
হেথায় আসিলে কালি পুনঃ হবে দেখা । (প্রস্থান)

প্রদ্যুম্ন। যেয়োনা চলিয়া তুমি,
শুন মোর কথা। মায়াবতী—মায়াবতী।

(বসুন্ধরার প্রবেশ)

বসুন্ধরা। প্রদ্যুম্ন! প্রদ্যুম্ন!
কাহারে ডাকিছ পুত্র আর্ত্তকণ্ঠে মিনতি করিয়া ?

প্রদ্যুম্ন। মাতা—মাতা! চলে গেল গঙ্গার নন্দিনী

বসুন্ধরা। কি—কি বলিলে, গঙ্গার নন্দিনী!

প্রদ্যুম্ন। গঙ্গার নন্দিনী, মাগো, মায়াবতী নাম।

বসুন্ধরা। কোথায় হেরিলে তারে ?
কেমনে বা পরিচয় হইল তোমার ?

প্রদ্যুম্ন। এইখানে দেখিয়াছি মাগো,
এসেছিল কুসুম চয়নে,
অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি, হেনরূপ বুঝি মাতা কভু দেখি নাই,
একমাত্র তোমার সহিত বুঝি সে রূপের কতক তুলনা!

বসুন্ধরা! যাক, শুনিবার নাহি প্রয়োজন,
থাকুক গঙ্গার কন্যা গঙ্গার নিকটে
তাহে মোর কিবা প্রয়োজন? এক কথা জিজ্ঞাসি সন্তান,
পিতৃশত্রু সন্ধানিতে পশিলে কাননে
পেয়েছ কি দর্শন তাহার ?

প্রদ্যুম্ন। পিতৃশত্রু! সত্য ··সত্য—
পিতৃশত্রু সন্ধানিতে হয়েছি বাহির!
কিন্তু মাগো, কোথা শত্রু ?

আমি তার কোন স্থানে পাইনি সন্ধান,
শত্রু নাহি দৈত্যপুরী মাঝে ।

বসুন্ধরা । পুত্র—

প্রদ্যুম্ন । দেহ আজ্ঞা মাতা,
যাই পুনঃ খুঁজিতে অরাতি—

বসুন্ধরা । পুত্র, পুত্র,—অরাতি খুঁজিবি কোথা ?
নিয়তি কহিল যেন
শত্রু মোর, শত্রু মোর গৃহে লুক্কায়িত !

প্রদ্যুম্ন । সেকি মাতা ! কেমনে সম্ভব ইহা ?
একি ? কাঁপিতেছ তুমি !
জননীগো ?

বসুন্ধরা । কাছে আয়...আছে আয় ওরে পুত্র নয়ন-আনন্দ !
অভাগিনী জননীর মুখপানে চেয়ে
বল্ পুত্র স্পর্শিয়া আমারে—
যদি কভু—যদি কভু নিষ্ঠুর নিয়তি তোরে
দেয় কুমন্ত্রণা—
বল্ পুত্র, আমার স্বামীরে তুই অস্ত্রাঘাত কভু করিবি না ?

প্রদ্যুম্ন । একি কহ ! একি কহ মাতা !
পিতার পবিত্র অঙ্গে অস্ত্রের আঘাত দিবে
তোমার সন্তান ! একি অসম্ভব মাতা
আশঙ্কা তোমার ! এর তরে পণবদ্ধ হতে কহ মোরে ?

বসুন্ধরা । জানি···জানি তোরে রে সন্তান, জানি ভালমতে
মাতৃঅন্ত প্রাণ তোর—পিতৃ আজ্ঞাধীন,

তবু কহি শোন পুত্র, হয় মহাভয়
উঠিয়াছে ঘোর ঝঞ্ঝা বসুন্ধরা অদৃষ্ট-গগনে,
অচিরাৎ আসিবে প্রলয় !
তাই—তাই তোরে করি অনুরোধ
সত্বর প্রতিজ্ঞা কর—
আমার স্বামীরে তুই বধিবি না কভু

প্রদ্যুম্ন। মাতা, মাতা—

(নেপথ্যে মায়াবতী—প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন—)

প্রদ্যুম্ন। ঐ—ঐ—মায়াবতী ডাকিছে আমারে—

বসুন্ধরা। কোথা যাস্, কোথা যাস্, পণ কর্ ত্বরা।

(মায়াবতীর প্রবেশ)

মায়াবতী। প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন,—
দেখ, ধরিয়াছি কী সুন্দর প্রজাপতি এক।

বসুন্ধরা। কে তুমি ? কে তুমি বালা ?

প্রদ্যুম্ন। মায়াবতী, মাগো, গঙ্গার নন্দিনী—

বসুন্ধরা। গঙ্গার নন্দিনী—গঙ্গার নন্দিনী !

প্রদ্যুম্ন। কী আশ্চর্য্য সাদৃশ্য জননী !
জ্ঞান হয়—তোমার নন্দিনী বুঝি আসিল সমীপে !

বসুন্ধরা। সত্য বল হে কুমারী, কিবা তব সত্য পরিচয় ?
বয়ঃক্রম কত ?

মায়াবতী। আমি নাহি জানি মাতা, মনে পড়ে—
মাতা সুরধুনী একদিন কথাচ্ছলে বলেছিল মোরে
বুঝি হবে বয়ঃক্রম দ্বাবিংশ বৎসর।

বসুন্ধরা। দ্বাবিংশ বৎসর! দ্বাবিংশ বৎসর!
গঙ্গার দুহিতা তুমি? না—না—
কন্যা, কন্যা দুহিতা আমার—

মায়াবতী। মা—মা—

বসুন্ধরা। না না, সরে যা, সরে যা শীঘ্র
সর্ব্বনাশী মায়াবী রাক্ষসী—
আমারে গ্রাসিতে তুই আসিলি হেথায়!
দ্বাবিংশ বৎসর পরে সর্ব্বনাশী আসিলি নিয়তি!
পুত্র, পুত্র, ত্বরা করি আয় মোর সাথে—
আয় মোরা যাই পলাইয়া।

প্রদ্যুম্ন। মা, মা—

বসুন্ধরা। আয় পুত্র—আয় শীঘ্র—কোন কথা নয়!
বল পুত্র, না হেরিবি আর কভু গঙ্গার নন্দিনী!

প্রদ্যুম্ন। মাতা—

মায়াবতী। দয়াময়ী মূর্ত্তি তব নয়ন-আনন্দ,
মাতৃস্নেহ দুইগণ্ড প্লাবিয়া বহিছে!
কেন তবে পাষাণীর প্রায়—
কাছে টেনে পুনর্ব্বার দূরে ঠেলে দাও?
কহ মাগো, করিলাম পদে তব কোন অপরাধ?

বসুন্ধরা। অপরাধ কারো নয়, কিছু নয়, শোনরে অবোধ—
অপরাধ অদৃষ্ট লিখন। পুত্র, পুত্র আর নয়—
বিন্দুমাত্র নহে কোমলতা! মাতৃ আজ্ঞা করহ পালন,
দূর কর্—দূর কর্, শীঘ্র মায়াবিনী!

(মায়াবতীর কাঁদিয়া প্রস্থান)

প্রদ্যুম্ন। একি তব—একি তব বিচিত্র ব্যাভার ?
একি তব অহেতুক আক্রোশ জননী !
ঐ ঐ···তিরস্কৃতা মায়াবতী অশ্রুচোখে অভিমানে
ঐ ফিরে গেল ! কি কারণ
বাক্য-বিদ্ধা করিলে উহারে !
ঐ দেখ, ঐ দেখ মাগো,
কাঁদিতে কাঁদিতে বালা ফিরে যায় ঘরে।

বসুন্ধরা। কাঁদুক—কাঁদুক ওরে—
কাঁদুক অভাগী ;
মাতা পুত্র দুইজনে একত্র মিলিয়া—আয় পুত্র,
আমরাও এইবার উচ্চকণ্ঠে কাঁদি।

প্রদ্যুম্ন। মাতা···মাতা···
(মূর্চ্ছাগতা বসুন্ধরাকে প্রদ্যুম্ন বাহু মেলিয়া জড়াইয়া ধরিল)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দৈত্যপুরীর প্রমোদাগার

প্রলম্ব ও বয়স্যগণ

বয়স্যগণ। জয় মহারাজ প্রলম্বাসুরের জয়!

(মকরাক্ষের প্রবেশ)

মকরাক্ষ। একি, মহারাজ প্রলম্বাসুরের জয়ধ্বনি! এর অর্থ কি রাজভ্রাতা ?

প্রলম্ব। এর অর্থ? উঁহু, বুঝবে না চাঁদ সেনাপতি ঠাকুর, কিছুদিন সেনাপত্নীদের কাছে রাঙা মলাটের ব্যাকরণ পড়ে এসো—তারপর অর্থ বুঝো।

মকরাক্ষ। রহস্য রাখুন—আমি মহারাজের আজ্ঞাবহ ভৃত্য, তাই জানতে চাই—মহারাজ শম্বরাসুর জীবিত থাকতে প্রলম্বাসুরের জয়ধ্বনির অর্থ কি ?

প্রলম্ব। বলেছি তো, ব্যাকরণ জানা নেই তোমার—তাই অর্থকে কদর্থ করে অনর্থ সূচনা কর্চ্ছ, যথার্থরূপে সদর্থ করে বলছি—আমি রাজা হয়েছি।

মকরাক্ষ। কী—

প্রলম্ব। চোটোনা সজনী—আমি রাজা—আমার বয়স্যরাও রাজা — আর তোমাকেও রাজা করে দেব।

সকলে। সবাই রাজা—হাঃ হাঃ হাঃ—আমরা সবাই রাজা!

প্রলম্ব। আমরা কিসের রাজা রে?

সকলে। রঙের রাজা—হাঃ হাঃ হাঃ—আর, এঁরা সব রঙের রাণী—হাঃ হাঃ—

(গীত)

পুরুষ। রঙের রাজা

স্ত্রী। মোরা রঙের রাণী—

সকলে। পথের ধূলায় পাতা আসনখানি।

পুরুষ। চোখের জলেতে ভরা জীবনের সিন্ধু

স্ত্রী। মথিয়া এনেছি মোরা এই সুধা বিন্দু,

সকলে। ঢাল গো অধরে ঢাল, জুড়াও প্রাণী।

পুরুষ। এক ফোঁটা খেলে পরে পৃথিবীটা লাল

স্ত্রী। দু' ফোঁটা যে খায় তার রাঙা ইহকাল

সকলে। তিন ফোঁটা খেয়ে দেখ তিনকাল ফর্সা
সব ফেলে শেষকালে রাঙা জল ভর্সা;
চলে যাবে চিন্তা তাধিন তাধিন তা
নাচ গাও ধিন তাক্ তাধিন ধানি।

প্রলম্ব। এবার অর্থ উপলব্ধি হয়েছে সেনাপতি সজনী?

মকরাক্ষ। ছিঃ রাজভ্রাতা, মহারাজের এই নিদারুণ বিপদের সময় আপনি এমন কুৎসিৎ আমোদ—

প্রলম্ব। মহারাজের বিপদ? আরে, কিসের বিপদ? বিপদ মনে করলেই বিপদ; নইলে আবার বিপদ কি?

মকরাক্ষ। কেন, আপনি কি শোনেন নি সেই দৈববাণীর কথা? ইষ্ট তুষ্টির জন্যে মহারাজ শিব অর্চ্চনা কর্ছেন,—মহারাণী উন্মাদিণীর ন্যায় বনে বনে বিচরণ কর্ছেন, আর আপনি কিনা নিশ্চিন্ত আলস্যে এই সব ছোটলোক অনুচরদের নিয়ে সুরাপানে মত্ত হয়ে আছেন! ধিক্ আপনাকে শতবার।

সকলে। মহারাজ,—আমাদের গালাগাল দিচ্ছে!

প্রলম্ব। হাঃ হাঃ হাঃ—ছোটলোক। আরে, শোনো শোনো, আমাদের বলে ছোটলোক! ছোটলোক! বলি কে ছোটলোক হে? আমার ভাই—আমার মায়ের পেটের ভাই—আমার প্রাণের দাদা শম্বর—আজ তার জীবন-মরণ সমস্যা—এতে কি আমার প্রাণ কাঁদছে না? এত যে দুঃখ—তবু আমি এই যে রঙের নিশান ওড়াচ্ছি—একি ছোট প্রাণে পারে কখন? দুঃখ করিস্ নে ভাই—ওদের বল্‌তে দে। ওরে আমরা হলাম বিষ সমুদ্রের নীল পদ্ম—বিষের সমুদ্র সাঁতারে পার হয়ে আমাদের যারা ছুঁতে পারে না—তারাই বলে আমাদের ছোটলোক— আকণ্ঠ খেয়েছি বিষ—

তবু সুধা ঢালি

মোরা ছোট নই বন্ধু

নাহি দাও হেন গালাগালি।

দীপের পলিতা সম জ্বলে যাই তবু
জনে জনে দিয়ে যাই আলো,
ইথে যদি ছোট হই—কোনো দুঃখ নাই—
বড় হতে সেই ছোট শতগুণে ভালো।

(মকরাক্ষ প্রস্থানোদ্যত)

এ কি, রাগ করে ঘৃণাভরে কোথা যাও ভাই,
তুমি চলে গেলে সখী, প্রাণে ব্যথা পাই—

(মকরাক্ষের হাত ধরিল)

মকরাক্ষ। হাত ছাড়ুন—আমার এখন প্রমত্তবিলাসে সময় যাপন করবার অবকাশ নাই—আমাকে গুরু শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে যেতে হবে, মহারাজ গুরুদেবকে স্মরণ করেছেন।

প্রলম্ব। শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে? উহুঁ—কোনো ফল হবে না বন্ধু; ভাই আমার অবিলম্বে যমপুরীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়ে আমাকে দৈত্যপুরীর সিংহাসন দিয়ে যাবেনই যাবেন, ভায়ার আমার এই ইচ্ছা।

মকরাক্ষ। রাজভ্রাতা,—রাজভ্রাতা—

প্রলম্ব। আহা, চোটো না বন্ধু, সত্যি কথা বলার ফ্যাঁসাদই এই দেখছি। আরে সেনাপতি ঠাকুর, তুমি চটো আর যাই করো—জেনে রেখো কথাটা ঠিক। নইলে এমন সোণার পৃথিবী·· যে পৃথিবীর মাটিতে নারী জন্মেছে—রঙীন সুরার নির্ঝর বয়ে যাচ্চে—সেখানে এসে কিনা ভায়া আমার এসব ফেলে কতকগুলো মায়াবিদ্যার শেকল দিয়ে নিজের হাত পা বেঁধে ফেললে! ও ভোজ বিদ্যার শেকলে বাঁধা পড়ে মরা—

আর গলায় দড়ি দিয়ে মরা—এ দুইই সমান পাপ। প্রায়শ্চিত্ত শুধু এই সুন্দরী যুবতীর ওষ্ঠবর্ণ সদৃশ রক্তিম মধুর সুরা (সুরার পাত্র দেখাইল)। মহারাজকে দিয়ে আসবে একটু ভাই! (মকরাক্ষ প্রস্থানোদ্যত) তবু যায়!—বলি, এই সুন্দরীদের চাউনীর চেয়ে শুক্রাচার্য্যের কটা চোখের আকর্ষণই বেশী হ'ল নাকি! তা বেশ—একান্তই যদি যাচ্ছ —আমায়ও নিয়ে চল!

মকরাক্ষ। আপনি কোথা যাবেন?

প্রলম্ব। ঐ শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে। আমার রাজা-ভাইএর ব্যাধির চিকিৎসা করাতে যাচ্ছ—কিন্তু ব্যাধির মূল কি—সে তো আর তুমি গুছিয়ে বলতে পারবে না; সে বলব আমি! আমায় নিয়ে চল সেনাপতি—

মকরাক্ষ। না না—আপনাকে এ প্রমত্ত অবস্থায় আমি ঋষির আশ্রমে নিয়ে যেতে পারব না—

প্রলম্ব। আমি খুব ভাল ছেলের মত হয়ে যাবো—পথে যেতে না হয় আমলকীর ডাল চিবিয়ে যাব, ঋষি আমার মুখে একটুও মদের গন্ধ পাবে না। দোহাই দাদা, অমত কোরো না—আমায়ও নিয়ে চল। আমি খুব ভাল করে বলে আস্‌ব। আমি জানাবো তাহারে সজনী

আমার গোপন আশা,

কাঁটার মতন বিঁধে আছে বুকে

বঁধুয়ার ভালবাসা।

(মকরাক্ষের প্রস্থান)

হাঃ হাঃ হাঃ। নিতান্ত বেরসিক গোবেচারা। খালি কর্ত্তব্য নিয়েই আছে। জীবনের আনন্দ হল বর্ত্তমান, আর সেই বর্ত্তমানের সেরা সম্পদ—নারী আর সুরা; তারই মর্য্যাদা বুঝলে না!—ওহে, চলহে চল, সেনাপতি ঠাকুর আবার গোঁসা করে না হন হন করে এগিয়ে যান।

সকলে। (সুরে) রঙের রাজা ইত্যাদি

(গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান)

—•—

দ্বিতীয় দৃশ্য

গঙ্গাতীর

(লীলাধরগণের নৃত্য ও গীত)

ওরে ও কুলনাশা, তুই এ কোন বাঁশী বাজালি—
তোর বাঁশীর সুরে ঘুরে ঘুরে অবলার পরাণ কেন মজালি ?
এ কতো যৌবন কাল, তার পতি নাইকো ঘরে
কুহুঁ কুহুঁ পাখীর ডাকে প্রাণ উহু উহু করে।
মিঠে লাগে চাঁদের আলো যার বন্ধু আছে কাছে,
আমায় বন্ধুহারা একলা পেয়ে আগুন কেন জ্বালালি ? (প্রস্থান)

(শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর প্রবেশ)

রুক্মিণী। হে কেশব, বলেছিলে তুমি
ফাল্গুনী-পূর্ণিমা দিনে যবে মোরা
যাব গঙ্গাস্নানে—সেদিন লভিব পুনঃ
হারামণি পুত্রের সন্ধান।
কৈ কৃষ্ণ—কোথা পুত্র মোর ?

শ্রীকৃষ্ণ। উতলা হয়োনা দেবী—
যথাকালে অবশ্য লভিব মোরা তাহার সন্ধান :

রুক্মিণী। যথাকাল—যথাকাল—
অনাহারে অনিদ্রায় যাপিলাম একে একে
দ্বাবিংশ বৎসর। আরও কবে
যথাকাল আসিবে কেশব ?

শ্রীকৃষ্ণ। রুক্মাদেবী, হেথা এসে
সত্যই কি নাহি পাও কিছুমাত্র
আভাস তাহার ? মাতা তুমি—দেখ নি কি
এই পথে পদচিহ্ন তার ?

রুক্মিণী। সত্য—সত্য বটে, মাঝে মাঝে পেয়েছি আভাস,
হেথা তটপ্রান্তে বন মাঝে
যেদিকে তাকাই—কেন যেন মনে হয়
আমার সে হারামণি এইখানে
রয়েছে কোথায় ! "মা" বলিয়া ডাকে যেন—
বাহু মেলি ধরিবারে যাই—
নয়ন পলকে পুনঃ অমনি হারাই।
হে কেশব, বুঝিতে পারি না আমি—বঞ্চিত মাতারে লয়ে
এ খেলা কি খেলিতেছে কোনো যাদুকর ?

শ্রীকৃষ্ণ। যাদুকর-যাদুকরী কিছুই জানি না
তবে মোর মনে লয়— (নেপথ্যে চাহিয়া)
রুক্মাদেবী—রুক্মাদেবী,
দেখ, দেখ, পাগলিনী সম কেবা
রুদ্ধশ্বাসে ধেয়ে আসে এইদিক পানে !
নেহারি তোমারে যদি পরিচয় করয়ে জিজ্ঞাসা—
পরিচয়ে আছে বাধা—বলিয়ো না তাহা ;
আসিয়াছ আজি হেথা গঙ্গা পূজা তরে
তাই দেবী একমাত্র পরিচয় তব—
আজি তুমি গঙ্গার কিঙ্করী।

এসো যাই অন্তরালে—
অনুরোধ কেশবের রাখিও স্মরণ,
আজি তুমি গঙ্গার কিঙ্করী।

(শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর প্রস্থান)

(বসুন্ধরার প্রবেশ)

বসুন্ধরা। কোথা মাগো সুরধুনী পতিত-পাবনী!
দূরাগত তরঙ্গ গর্জ্জন শুনিলাম কর্ণে মম বহুদূর হতে ;
মেলিয়া সহস্র বাহু ডাকিলে যদ্যপি—
নিরসন করো মাগো সংশয় আমার!
বেষ্টিয়া জীবন মোর ভয়াল কুজ্ঝটি করে করাল মরণ,
রহস্য-গুণ্ঠন মাঝে রহি রহি খেলিতেছে মৃত্যু বিভীষিকা—
তুমি মাগো কৃপাবলে রক্ষ অভাগীরে
এ বিপাকে করিয়া উদ্ধার!

(রুক্মিণীর প্রবেশ)

রুক্মিণী। কে তুমি গো উন্মাদিনী বামা—
ত্রস্তপদে উপনীতা জাহ্নবী পুলিনে ?
কিসের উৎকণ্ঠা তব ? কি কারণ স্রস্ত বেশ বাস ?

বসুন্ধরা। অকস্মাৎ নদীতটে অপূর্ব্ব প্রকাশ!
অলৌকিক দিব্য জ্যোতি নয়নে অধরে,
সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু রক্তিম উজ্জ্বল
রক্ত রবি ছবি যথা ঊষার ললাটে!
কে তুমি, কে তুমি দেবী, কহ পরিচয় ?

রুক্মিণী। আমি—আমি —সামান্যা কিঙ্করী আমি
জননী গঙ্গার।

বসুন্ধরা। সামান্যা কিঙ্করী—সামান্যা কিঙ্করী তুমি !
প্রত্যয় না হয়, কিঙ্করীর হেন রূপ কভু দেখি নাই,
আঁখি কোণে হেন দিব্য জ্যোতি দেবতা সম্ভব !
প্রতারিতা কোরো না জননী,
অন্তর জানিয়া মোর—
আবির্ভূতা তুমি কিগো জননী জাহ্নবী ?

রুক্মিণী। না—না, একি অসম্ভব কথা !
একি কহ তুমি ! আমি দাসী জননী গঙ্গার।

বসুন্ধরা। হও দাসী, কিম্বা হও জননী জাহ্নবী—
মোর সন্দেহের নিরসন করিবারে সুনিশ্চয় পার তুমি দেবী।
এক প্রশ্ন সুধাই তোমারে—প্রদানি উত্তর—
অভাগিনী রমণীরে কৃপা করি উদ্ধার মা দারুণ সঙ্কটে।

রুক্মিণী। কি প্রশ্ন তোমার ?

বসুন্ধরা। ক্ষণপূর্ব্বে বনপথে নেহারিনু তরুণী কুমারী—
পরিচয় দিল মোরে গঙ্গার নন্দিনী।
বল্ মাগো, সে কন্যা কাহার ?
জীবন মরণ মোর নির্ভর করিছে আজি
তাহার উপরে—

রুক্মিণী। কন্যা ?

বসুন্ধরা। দ্বাবিংশ বৎসর পূর্ব্বে—শুনেছিনু পতি সন্নিধানে
গর্ভে মোর জন্মিলে নন্দিনী—

পতি-মৃত্যুভাগী হবে সে কন্যা আমার।
জন্মিল সন্তান এক—স্পষ্ট দেখিলাম—
পুত্র নহে, কন্যা মম লভেছে জনম।
কিন্তু কী আশ্চর্য্য! কোথা হতে অকস্মাৎ
আবির্ভূতা হল যোগমায়া—
বুকে নিয়ে কন্যারে আমার
পুনর্ব্বার ফিরে দিল যবে—
বিস্ময়ে চাহিয়া দেখি—কোথা কন্যা?
হাসিতেছে ক্রোড়ে মম সদ্যোজাত নবীন-নন্দন?

রুক্মিণী। কী বিচিত্র কাহিনী তোমার—
কন্যা পরিবর্ত্তে তুমি ফিরে পেলে সদ্যোজাত
নবীন-নন্দন!

বসুন্ধরা। নন্দন—নন্দন—আমার নন্দন জ্ঞানে
এই বক্ষ-ক্ষীরে তারে দ্বাবিংশ বৎসর ধরি
করেছি পালন;—দ্বাবিংশ বৎসর ধরি—
যে নন্দন গৃহে মোর জ্বালায়েছে আনন্দ-দীপালি
আজি জাগিয়াছে মনে সন্দেহ আমার
বুঝি সে আমার নহে—নহে সে আমার।

রুক্মিণী। দ্বাবিংশ বৎসর—দ্বাবিংশ বৎসর ধরি করেছ পালন শিশু
যারে তুমি ভাব আজি নহেক তোমার!
কেবা সেই শিশু! কোথা হতে এল!
কিরূপ—কিরূপ আকৃতি তার?
নবীন নীরদ কান্তি? উৎপল নয়ন?

রক্তবর্ণ সুকোমল পাণিতট তার ?
পদতলে চক্র-চিহ্ন রয়েছে অঙ্কিত ?
বল—বল বালা—দেখেছ কি এই সব চিহ্ন তার দেহে ?

বসুন্ধরা। একি ! একি ! কি আশ্চর্য্য !
এই পরিচয়—এই দেহ-চিহ্ন তুমি কেমনে জানিলে ?

রুক্মিণী। শীঘ্র বল, শীঘ্র বল হে অপরিচিতা—
জীবন-সর্ব্বস্ব মম গচ্ছিত কি তোমার নিকটে ?

বসুন্ধরা। জীবন-সর্ব্বস্ব তব ! কে তুমি ! কে তুমি তবে ?

রুক্মিণী। নহি গঙ্গা—নহি আমি গঙ্গার কিঙ্করী—
রুক্মিণী আমার নাম শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী—

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। রুক্মাদেবী—রুক্মাদেবী—

রুক্মিণী। সত্য বল—সত্য বল—এই মূর্ত্তি তার ?

বসুন্ধরা। এই মূর্ত্তি ! এই মূর্ত্তি !
তুমি কৃষ্ণ—তুমিই রুক্মিণী ! ওঃ—
ভগবান ! ভগবান !—
সন্দেহের নিরসন এই ভাবে করিলে আমার !

রুক্মিণী। বল, বল শীঘ্র বল, এই মূর্ত্তি তার ?

বসুন্ধরা। না···না—কভু নয়—কভু নয়,
মিথ্যাকথা, মিথ্যাকথা,
সে শিশু আমার—আমার নন্দন,
আমারই বক্ষের নিধি—আমার আত্মজ।

শ্রীকৃষ্ণ। মাতা—মাতা—

বসুন্ধরা। স্তব্ধ হও···স্তব্ধ হও হে কেশব,
'মাতা' বলি সম্বোধন করিতেছ কা'রে ?
নির্ম্মম কঠোর তুমি, মহাশত্রু মোর।
আমার মরণ-অস্ত্র দিয়েছ তুলিয়া তুমি
আমারি কবলে, পতি-মৃত্যু পাপভাগী করিতে আমারে !
হে কুহকী ! একি খেলা—একি খেলা তব
রমণীর মাতৃস্নেহ দৌর্ব্বল্য লইয়া !
ঐ তব নবনী-কোমল-তনু অন্তরালে কেন
এমন পাষাণ প্রাণ রয়েছে লুকানো ?
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, দয়াময় তোমা কহে সর্ব্বজনে,
কেন তবে করিয়াছ অভাগীর হেন সর্ব্বনাশ !

শ্রীকৃষ্ণ। মাতা, কর তিরস্কার মোরে
অকাতরে লব শিরঃপাতি। কিন্তু মাগো—
অপরাধী নহি আমি—পতি তব বিজড়িত হইতেছে
আপনার মায়াবিদ্যা কুহকের জালে,
আপন মরণ তাই স্বইচ্ছায় পলে পলে
আনিছে ডাকিয়া।

বসুন্ধরা। কেশব, কেশব,—কিবা বুঝাবে আমারে ;
সর্ব্ব কার্য্যে, সর্ব্ব বিশ্বে চক্রধারী তুমি !

শ্রীকৃষ্ণ। গৃহে ফিরে যাও মাতা, আমি দিনু বর—
যতদিন তোমার মর্য্যাদা, সতী,
অক্ষুণ্ণ রহিবে—ততদিন কোনক্রমে অমঙ্গল
হবে না রাজার।

যাও মাগো, আপন ভবনে,
পুত্র তব বহুক্ষণ গিয়াছে ভথায়,
বিলম্বে তোমার—
অমঙ্গল হবে মাতা তোমার পতির।

বসুন্ধরা। আশীর্ব্বাদ করো নারায়ণ—
প্রাণ দিয়ে পারি যেন
রক্ষিবারে পতির জীবন !

(বসুন্ধরার প্রস্থান)

রুক্মিণী। জনার্দ্দন ! সত্য কহ, কেবা এই পাগলিনী নারী ?

শ্রীকৃষ্ণ। কেহ নয়, এসো দেবী ;
ও কেবল আর এক অশ্রু-আঁখি
মাতা যশোমতি। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

শুক্রাচার্য্যের আশ্রম

(বনবালাগণের গীত)

জানিতে নাহি বাকী—
বাঁশীতে কি গান ওঠে থাকি থাকি ॥
মোহন বাঁশরী তানে সবারে জানাও,—
যে তোমায় বাসে ভাল তাহারে কাঁদাও,
যে ফুল তোমার লাগি' রজনী পোহাল জাগি'
প্রভাতে ঝরাও তারে অশ্রু আঁকি ; (প্রস্থান)

(শুক্রাচার্য্য, প্রলম্ব ও মকরাক্ষের প্রবেশ)

শুক্রাচার্য্য। কি বল্‌ছিলে ? মহারাজের বিপদ ?
মহারাজ শম্বরাসুরের ?

প্রলম্ব। হাঁ গুরুদেব, সে ভারী বিপদ ! ভাই আমার
রাশি রাশি বই মুখস্থ করে ফেলেছে,
পৃথিবীশুদ্ধ ভোজ-বিদ্যা বেমালুম পেটে গিয়ে
হজম হয়ে অক্কা পেয়ে গেছে—এখন সেই
মরা-বিদ্যার-ভূত তার কাঁধে চেপে বসেছে ;
চোখে ঘুম নেই—মনে স্ফুর্ত্তি নেই—চারদিকে
কেবল শত্রু—আর শত্রু—

শুক্রাচার্য্য। সে কি ?

প্রলয়। লোকে আমায় গোমূর্খ বলে গালাগালি
দেয়—দিক্‌না— বয়ে গেছে, আমি তো বেশ
সুখেই রয়েছি—আমি তো আমার বুদ্ধিমান
ভাইয়ের মত বিদ্যার নাগপাশে জড়িয়ে ত্রাহি-
ত্রাহি কর্চ্ছিনা! ভাইও পারতো এ সুখে থাক্‌তে,
যদি একবার আমার সঙ্গে প্রাণ খুলে
গেয়ে উঠত—

ডাইনে আমার রঙীন সুরা
বাঁয়ে রঙীন সুন্দরী—
জীবন চলে হাল্কা তালে
রসবতীর—

মকরাক্ষ। আঃ কর্চ্ছেন কি! থামুন রাজভ্রাতা! গান শোনবার আর পাত্র-অপাত্র পেলেন না! এই ভয়ে আপনাকে নিয়ে আসতে চাই নি। গুরুদেব, আমাদের মিনতি, আপনি নিজে একবার রাজপুরে পদধূলি দান করুন—তাহ'লেই মহারাজের কি বিপদ বুঝতে পারবেন।

শুক্রাচার্য্য। ভাল; তাই হবে। বহুদিন দেখি নি শম্বরে,
দেখি নাই বসুন্ধরা দৈত্য মহিষীরে!
শুনিয়াছি, জন্মিয়াছে সুদর্শন রাজার কুমার,
আজও তারে হেরিনি নয়নে;
গিয়েছিনু তীর্থ পর্য্যটনে,
দুই যুগ গত হল তায়।
শিষ্যগণ—

(শিষ্যগণের প্রবেশ)

সকলে। প্রভো—

শুক্রাচার্য্য। সাবধানে রক্ষিয়ো আশ্রম,
বিধিমত প্রতি দিন পূজো ইষ্টদেবে।
আমি এবে চলিলাম দৈত্যপুরে ভেটিতে শম্বরে।

সকলে। যথা আজ্ঞা গুরুদেব—

(শুক্রাচার্য্য, প্রলম্ব ও মকরাক্ষের প্রস্থান)

(অপর দিক হইতে রাহুর প্রবেশ)

রাহু। ঐ যাঃ, গুরুদেব চলে গেলেন!

গোমেদ। হ্যাঁ, গেলেনই তো—এবার তুমিও খসে পড়ো বাবা।

রাহু। কেমন করে খসে পড়ি; আমার যে এখনও প্রেত-আবাহন-মন্ত্রটা ভাল করে শেখা হয়নি!

গোমেদ। প্রেত-আবাহন-মন্ত্রে আবার কি হবে রাহু ভাই?

রাহু। বুঝছ না—গিন্নী!

গোমেদ। হাঃ—হাঃ—হাঃ—আবার গিন্নী! ও তুক্-তাকে কি গিন্নী বশ হয় হে? গিন্নী বশ করার মন্ত্র আলাদা—

রাহু। সে কি?

গোমেদ। তবে শোন—

(গীত)

শিষ্যগণ। তুক্ তাকে বউ বশ নাহি হয়
ছাড়ে না গৃহিনী বায়না;
আসল ওষুধ করে দেই তোরে
চট্ করে এক সতীন লইয়া আয় না।

রাহু। সে যে হয় না, আমার কেতুর জননী জীবিত থাকিতে
বন্ধু, সে যে হয় না!
এখনো তাহার ফর্দ্দ রয়েছে আঠার ভরির গয়না।

শিষ্যগণ। ধ্যেৎ, পুরাণো যে বৌ সে তো অম্‌নি নাকচ
তার কিসেরই বা এত জেদ?
"নিত্যং নবীনং বিবাহং করিওং"
যুগে যুগে এই কথা কহে পঞ্চবেদ।

রাহু। আহা হা, সখিরে, একি সত্য!
(বেদেই কি বিধান দিল)
গৃহিণী লাঞ্ছনা রোগের
এমন রঙীন মধুর পথ্য?

শিষ্যগণ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বিয়ে করো ফের নধর ডাগর কন্যা,
অমনি দেখিবে গৃহিণী জব্দ
মুখে আর নাহি একটী শব্দ,
চরণে পড়িয়া বহাইয়া দিবে চোখের জলের বন্যা।

রাহু। ওরে, ধরে আন, ওরে, ধরে আন, ওরে, ধরে আন তবে কন্যা,
রাহুর গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলে করুক জীবন ধন্যা॥

চতুর্থ দৃশ্য

শিবমন্দির

(দৈত্যদের নৃত্য গীত)

বাজাও শিঙা আজ নাচের তালে ।
জাগাও চিতা আজ ভোলার ভালে ॥
মহেশের ছন্দে, নাচ আনন্দে,
ববম্ ববম্ বোলে জাগাও কালে ।
ধূর্জ্জটী রঙ্গে, রুদ্র ভ্রূভঙ্গে,
জ্বালাও শিখা আজ গগন থালে ॥

শম্বর । হে শঙ্কর, সারানিশা বিল্বদলে
দানিয়া অঞ্জলী, আহ্বান করিনু তোমা
ইষ্টমন্ত্রে একাগ্র অন্তরে । তবুও এলে না তুমি
দেব দিগম্বর, পুরাইতে ভক্ত-মনোরথ ;
বুঝিলাম, বুঝিলাম এতদিনে, মিথ্যা ধ্যান,
মিথ্যা মন্ত্র, মিথ্যা তব নাম ভক্তাধীন !

(মহাদেবের ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব)

মহাদেব । মিথ্যা নহে পূজা মোর শোন রে দানব,—
মিথ্যা নাম নহে ভক্তাধীন ।
সচন্দন বিল্বপত্রে প্রথম অঞ্জলী
যখনি অর্পিলি তুই আমারে স্মরিয়া—

সে মুহূর্ত্তে আসিলাম দৈত্যপুরে কৈলাস ত্যজিয়া।
আসন্ন-নিয়তি তোর নয়নাগ্রে আজি
ভ্রূকুটি-করাল-ছায়া করেছে বিস্তার—
তাই মোরে নারিস্ দেখিতে।
যে হোক্ সে হোক্, বল্ ত্বরা কি কার্য্য সাধিব ?

শম্বর। শুনিয়াছি শত্রু মম এখনও জীবিত,
পদে নিবেদন—
হেন শক্তি দেহ মোরে যাহার প্রসাদে
বিনাশিতে পারি সেই দুর্ম্মদ অরিরে।

মহাদেব। অসম্ভব এ প্রার্থনা তব!
তব করে শত্রু তব না হবে নিধন,
নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধান!

শম্বর। নিয়তি! নিয়তি! শক্তিহীন তুমি কি মহেশ,
লঙ্ঘিবারে নিয়তি বিধান ?

মহাদেব। শক্তিহীন ? নহি শক্তিহীন!
কিন্তু রে দানব, কর্ম্মফল তোর
শক্তিহীন করিয়াছে মোরে!
যে বিদ্যা লভিলি তুই তীব্র সাধনায়
অপব্যয় তার, মৃত্যুরূপা নিয়তিরে
এনেছে ডাকিয়া। দীর্ঘকাল ধরি
মদ-মত্ত-অত্যাচারে তোর
সতী নারী ফেলিয়াছে যত দীর্ঘশ্বাস—
পুত্রহীনা মাতা, আর পতিহারা নারী

ফেলিয়াছে যত অশ্রু তোর অত্যাচারে—
সবার পুঞ্জিত ব্যথা তোমার পশ্চাতে
ফিরিতেছে যেন আজ নিয়তির বেশে ;
শক্তিহীন…শক্তিহীন আমি মহাদেব
সতীর সঞ্চিত অশ্রু বিফল করিতে ;
অন্যবর…অন্যবর যাহা বাঞ্ছা কর্ নিবেদন।

শম্বর। নিয়তিরে না'রিবে রোধিতে ?
অন্য বর যাহা বাঞ্ছা অবশ্য পূরাবে ?

মহাদেব। বল্ ত্বরা কি চাহিস্ তুই ?

শম্বর। কর পণ—পূরাবে বাসনা ?

মহাদেব। হায়রে অবোধ দৈত্য,
শিব-বাক্যে নাহিক প্রত্যয় ?
অনুমানি দুষ্টবুদ্ধি জাগিয়াছে মনে,
চাহ তুমি শিবে প্রতারিতে ?
ভাল, আপন করম ফল আপনি ভুঞ্জিবি,
করি পণ—যা চাহিবি অন্য বর
অবশ্য পূরাবো।

শম্বর। ভাল, মকরাক্ষ—

মকরাক্ষ। মহারাজ !

শম্বর। প্রত্যুয়ে স্মরহ ত্বরা, বড় প্রয়োজন— (মকরাক্ষের প্রস্থান)
বাঞ্ছা মম শুনহে শঙ্কর,
দুই বর আজি তুমি মোরে দেহ দান !

মহাদেব। দুই বর !

শম্বর। হ্যাঁ, তুই বর। এক বরে—
আমারে অবধ্য কর যাদব কৃষ্ণের,
রুক্মিণীর নয়নের মণি কৃষ্ণ-বাসুদেব,
তার অস্ত্রে আমি যেন না লভি মরণ!

মহাদেব। করিলাম বাঞ্ছা পূর্ণ তোর, কৃষ্ণ-হস্তে না মরিবি তুই।

শম্বর। সিদ্ধকাম হে শঙ্কর, ভক্তাধীন তুমি!
এবে, শুন মোর দ্বিতীয় বাসনা—
এই বরে তব পাশে আমি নিজে না চাহিব কিছু,
লভিতে তোমার বর, নিয়োজিব পুত্রে মম, কুমার প্রদ্যুম্নে।
বর দিয়া তারে তুমি পণ রক্ষ করহ মহেশ।

(প্রদ্যুম্নের প্রবেশ)

প্রদ্যুম্ন। পিতা, পিতা—

শম্বর। এই যে এসেছ পুত্র—শুন মোর কথা—
শিবের অর্চ্চনা করি শত্রু বধ হেতু আমি চাহিলাম বর,
বাঞ্ছা পূর্ণ করিল না দেবতা শঙ্কর।
অন্য বাঞ্ছা পূরাইতে পণ-বদ্ধ করেছি তাহারে।
কৌশলে সাধিব কার্য্য শুনহে কুমার,
তুমি এবে বিল্বদলে উজ্জীবিত করি দিগম্বরে
বর চাহ, বিনাশিবে পিতৃশত্রু তব।
সত্যবদ্ধ মহাদেব কোন মতে ফিরাতে না'রিবে।
তোমার পিতার শত্রু, হে পুত্র আমার,
তব করে নিহত হইবে। যাও, যাও...শীঘ্র যাও,
উজ্জীবিত করো দিগম্বরে।

(প্রদ্যুম্নের মন্দির প্রবেশ)

প্রদ্যুম্ন। নমো নমো, রজত-গিরি-সন্নিভ, নাগ-মালা-বিলম্বিত,
দিগম্বর ঈশান ধূর্জ্জটী,
নমো ওহে ব্যোমকেশ
—ত্রিশূলী শঙ্কর, সচন্দন বিল্বদলে অঞ্জলী প্রদানি'—
স্মরি তোমা ইষ্ট-মূর্ত্তি
জাগহে সত্বর—

(শিবের আবির্ভাব)

শিব। এসেছি, এসেছি আমি, বর নে রে ত্বরা,
বল্ ভক্ত, কি বাসনা করিব পূরণ ?

প্রদ্যুম্ন। দেহ, বর হে শঙ্কর—

(ছুটিয়া বসুন্ধরার প্রবেশ)

বসুন্ধরা। প্রদ্যুম্ন ! প্রদ্যুম্ন ! একি !
প্রদ্যুম্ন অর্চ্চিছে কেন দেব দিগম্বরে ?

শম্বর। রাণী, রাণী,—
পিতৃশত্রু বধিবারে বর চাহে কুমার আমার।

বসুন্ধরা। প্রদ্যুম্নের পিতৃশত্রু ! প্রদ্যুম্নের !

(অব্যক্ত আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন)

না, না, চাহিও না বর তুমি, চাহিও না বর !

শিব। বর নে রে···বর নে রে...বর নে রে ত্বরা—

প্রদ্যুম্ন। দেহ বর, হে শঙ্কর—

বসুন্ধরা। কভু নহে, আমার প্রাণান্ত পূর্ব্বে কভু তাহা হইতে দিব না !
হে প্রদ্যুম্ন, শীঘ্র করি উঠে এসো মন্দির ত্যজিয়া।

শম্বর। রাণী, রাণী—

বসুন্ধরা। প্রদ্যুম্ন—প্রদ্যুম্ন—

শম্বর। রে স্বৈরিণী, এত স্পর্দ্ধা তোর !
পিতৃশত্রু বধিবারে বর চাহে কুমার আমার,
বারম্বার বাধা দিস্ তারে ! শোন ওরে নির্লজ্জা রমণী,
মায়াবলে জিহ্বা তোর আড়ষ্ট করিয়া
বাক্‌শক্তি করিলাম রোধ।
যতক্ষণে পিতৃশত্রু না বধে কুমার
ততক্ষণ রুদ্ধবাক্···রুদ্ধবাক্ থাক রে রমণী !

(বসুন্ধরা দাঁড়াইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন)

শিব। বর নে রে...বর নে রে, কাল বয়ে যায়—
যেতে হবে এখনি কৈলাসে।

প্রদ্যুম্ন। দেহ বর দিগম্বর, মিনতি চরণে,
আমার পিতার শত্রু মম করে নিহত হইবে।

শিব। তথাস্তু—তথাস্তু
শক্তি-দত্ত মহাঅস্ত্র করায়ত্ত হইবে যেদিন,
সেই দিন, দিনু বর, পিতৃশত্রু নিহত করিবে।

শম্বর। হাঃ হাঃ হাঃ—

বসুন্ধরা। ওঃ !

(মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন ; প্রদ্যুম্ন ছুটিয়া গিয়া বসুন্ধরাকে ধরিল)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দৈত্যপুরীর প্রাঙ্গন

শুক্রাচার্য্য, শম্বর, প্রদ্যুম্ন ও মকরাক্ষের প্রবেশ

শম্বর। গুরুদেব, প্রণাম চরণে,
প্রণিপাত করহ কুমার।

(প্রদ্যুম্ন প্রণাম করিয়া উঠিল, শুক্রাচার্য্য একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিলেন)

শুক্রাচার্য্য। কে এ যুবা ?

শম্বর। আমার নন্দন।

শুক্রাচার্য্য। তোমার নন্দন! দেখি...দেখি...
না—না—অসম্ভব! অসম্ভব!

শম্বর। কি অসম্ভব গুরু ?

শুক্রাচার্য্য। নবীন নীরদ কান্তি জিনি নীলোৎপল,
ঋজু দেহ বিচিত্র সুঠাম,
ললাটে নয়নে আর রক্ত ওষ্ঠপুটে
রহি রহি খেলিতেছে বিজলীর ছটা—
এই তব পুত্র দৈত্যরাজ ?

দেখি…দেখি যুবা, পানিতট তব !
কি আশ্চর্য্য ! কি আশ্চর্য্য !
হে শম্বর, কারে কহ সন্তান তোমার ?
দানবীয় চিহ্ন লেশ নাহিক এ দেহে !

শম্বর। গুরুদেব—

শুক্রাচার্য্য। নাহি জানি কোন্ সে মায়াবী
জ্ঞানদৃষ্টি আচ্ছাদিল মোর !
ঘনীভূত অন্ধকারে বহুদূরে না পারি দেখিতে !
তবু কহি…তবু কহি হে শম্বর,
যদ্যপি এ তোমার নন্দন—
তবু এরে পরিত্যাগ করহ সত্বর,
নহে অমঙ্গল সুনিশ্চিত ঘটিবে তোমার !

প্রদ্যুম্ন। পিতা—পিতা—কি কহে ব্রাহ্মণ ?

শম্বর। শান্ত হও কুমার আমার !
গুরুদেব, জ্ঞানদৃষ্টি রুদ্ধ তব—
তাহে আর নাহিক সন্দেহ। নহে, মহেশের বরে
যেই পুত্র করে মোর জন্ম-শত্রু নিহত হইবে,
তারে তুমি কহ কি না দিতে বিসর্জ্জন !
দৈত্যগুরু,—জ্ঞানদৃষ্টি আচ্ছন্ন তোমার !

শুক্রাচার্য্য। শম্বর—শম্বর—আরে মূঢ়, এত স্পর্দ্ধা তোর,
শুক্রাচার্য্যে হেন বাণী কহ ! রহ…রহ…
রচিয়া জ্যোতিষ-চক্র
বিচ্ছিন্ন করিব সর্ব্ব কুহেলির জাল ;

তারপর বুঝাইব তোমারে শম্বর,
মায়ামদে রুদ্ধ-দৃষ্টি কোন্ দুরাচার !

(প্রস্থান)

শম্বর। হাঃ—হাঃ—হাঃ—বার্দ্ধক্যপীড়িত গুরু,
মতিচ্ছন্ন হয়েছে নিশ্চিত !

প্রদ্যুম্ন। পিতা—

শম্বর। যাও পুত্র,—অবিলম্বে বিন্ধ্যাচলে করহ গমন,
মহাশক্তি তুষ্ট করি অরাতি বধের তরে—
অস্ত্রোদ্ধার করো। সেই অস্ত্র লয়ে ত্বরা
যাও দ্বারকায়। পিতৃশত্রু রামকৃষ্ণ
যদুকুল-গ্লানি ; ছিন্নমুণ্ড অরাতির
আনো ত্বরা করি—

প্রদ্যুম্ন। যথা আজ্ঞা পিতা—কিন্তু—

(প্রস্থানোদ্যত হইয়া থামিল)

শম্বর। কিছু কি বলিতে চাও কুমার প্রদ্যুম্ন ?

প্রদ্যুম্ন। পিতা,—বিন্ধ্যাচল যাত্রাকালে
জননীর পাদপদ্ম দেখিতে নারি'নু। যেইক্ষণে
শিবপাশে পিতৃশত্রু বধ হেতু লভি আশীর্ব্বাদ
সেই হ'তে—সেই হ'তে—
নাহি জানি কোন অভিমানে,
জননী আসে না আর কাছে—নাহি শুনি 'পুত্র' বলি
মধু-সম্বোধন—অশ্রুজল করিয়া গোপন
যেন মাতা মোরে দেখি সভয়ে পলায় !

পিতা—পিতা,—কেন যেন মনে হয়,
বুঝি সেই অশ্রু-আঁখি—বিষাদিনী মা জননী মোর
ফিরিছে পশ্চাতে আজি ছায়ার সমান !
দেহ আজ্ঞা পুত্রে তব
জননীর অশ্রুধারা মুছাইয়া আসি।

শম্বর। অবোধ সন্তান,—মাতা তব
আছে অন্তঃপুরে। তার লাগি কিবা চিন্তা তব !
না না, বিলম্ব করো না আর—
শীঘ্রগতি যাও বিন্ধ্যাচলে।

(প্রদ্যুম্ন এক মুহূর্ত্ত শম্বরের পানে চাহিল, তারপর নিঃশব্দে চলিয়া গেল)

(শুক্রাচার্য্য ও বসুন্ধরার প্রবেশ)

শুক্রাচার্য্য। শম্বর—শম্বর—

শম্বর। কৈ, দৈত্যগুরু, গণনায় কি ফল লভিলে ?

শুক্রাচার্য্য। পারি নাই করিতে গণনা—
যতবার রাশি চক্র আঁকিবারে প্রয়াস করিনু
কে যেন অদৃশ্য-করে চক্র-চিহ্ন বারবার
মুছে মুছে দিল !
পরম বিস্ময় ভরে চাহিনু সম্মুখে,
দেখি, রাণী বসুন্ধরা কাঁদিতেছে লুণ্ঠিত-কুন্তলে !

শম্বর। রাণী—রাণী,—তুমি হেথা কি কারণ !

শুক্রাচার্য্য। দৈত্যেন্দ্রাণী,—কহ সত্য করি,
পতি অমঙ্গল হেতু ভয় থাকে যদি,

ভয় যদি ঋষি অভিশাপে,
সত্য কহ, প্রদ্যুম্ন তনয় কার ?
বল—বল—কি আশ্চর্য্য ! দৈত্যরাজ,—
এই কি সে সতী-লক্ষ্মী রাণী বসুন্ধরা ?
নাহি দেয় কথার উত্তর !

শম্বর। কে দিবে উত্তর কারে ?
রুদ্ধ-বাক্ করিয়াছি মহিষীরে মম
মন্ত্র-দীপ্ত মায়ার প্রভাবে।

শুক্রাচার্য্য। রুদ্ধ-বাক্ —রুদ্ধ-বাক্ রাণী বসুন্ধরা—

শম্বর। রুদ্ধ-বাক্ দৈত্যরাণী। পিতৃশত্রু বধ তরে কুমারে আমার
বর লাভে বাধা দিল উন্মাদিনী নারী।
মায়ামন্ত্র-বলে তাই —
যতদিন পিতৃশত্রু না বধে কুমার—
মহিষীরে রুদ্ধ-বাক্ করিয়া রেখেছি —

শুক্রাচার্য্য। চমৎকার—চমৎকার ! হায় ওরে
কালহত গর্ব্বিত শম্বর,
আপন কল্যাণ-লক্ষ্মী নিজ হস্তে—
নিপীড়িতা করিলি নির্ব্বোধ ! সুনিশ্চিত মৃত্যু তোর
কে তবে রোধিবে !

শম্বর। চিন্তা ত্যজ দৈত্যগুরু ! শম্বরের মৃত্যু রোধ তরে
শিব-আশীর্ব্বাদ-লব্ধ, বীর্য্য-দীপ্ত রয়েছে নন্দন।
শুনহে ব্রাহ্মণ,—নিয়তি নির্দ্দেশ দিল—
আজি নিশা অর্দ্ধ-যাম না হতে অতীত—
যদুকুল-রথী-করে মরণ আমার,

কিন্তু, শিব আরাধনা করি আমি লভিয়াছি বর
পুত্র মম বিনাশিবে পিতৃশত্রু তার।
অরাতির মৃত্যু-অস্ত্র লভিবার তরে
বিন্ধ্যাচলে প্রেরিনু কুমারে,
সেই মহাশক্তি অস্ত্র
দ্বিখণ্ড করিবে আজ নিয়তিরে মম।

(বসুন্ধরা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল)

শুক্রাচার্য্য। আশঙ্কা কোরোনা মাতা,
কী সাধ্য সে প্রদ্যুম্নের শক্তি-অস্ত্র করিবে উদ্ধার!
দাক্ষায়ণী সতী তুল্যা মহিয়সী রমণী ব্যতীতা
ত্রিজগতে কারো সা্ ্য নাই—সেই মহাশক্তি অস্ত্র
করয়ে ধারণ। একমাত্র মহাসতী যেই,
সেই পারে দিব্য-অস্ত্র করিয়া উদ্ধার
অর্পিবারে যোগ্য-মহাবীরে।

শম্বর। সে কি কথা! কিরূপে প্রদ্যুম্ন তবে সে অস্ত্র লভিবে!
রাণী, রাণী, শীঘ্র চল বিন্ধ্যাচল পানে;
তুমি উদ্ধারিয়া অস্ত্র দানিবে কুমারে।
চল—চল—রাণী!

(বসুন্ধরা পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল তাহার যাওয়া অসম্ভব)

শম্বর। এ কি! অসম্মতা তুমি রাণী
পতির কল্যাণ তরে অস্ত্র উদ্ধারিতে!
বিচিত্র এ ব্যবহার তব!

ধিক্—ধিক্ ··তোরে রে নিলর্জ্জা,
জ্ঞান হয়, পতির মরণ তোর কাম্য জীবনের !

শুক্রাচার্য্য। শম্বর—শম্বর, এখনও সতর্ক হও—
অপমান করোনা সতীর,
হবে তাহে অনর্থ সাধন—

শম্বর। সতী—সতী !
ছন্নমতি শুক্রাচার্য্য—আর ঐ
মহাসতী বসুন্ধরা রাণী—
এ দোঁহার সাহায্য ব্যতীত
শক্তি-অস্ত্র উদ্ধারিতে পারিবে শম্বর।
চলিলাম বিন্ধ্যাচল পানে ;
আজি নিশা মাঝে, কোন এক সতী কুমারীরে
পুত্রবধুরূপে আমি করিব গ্রহণ ;
প্রদ্যুম্নের পত্নী সেই—
শক্তি-অস্ত্র উদ্ধারিয়া দানিবে তাহারে।
থাক তুমি অন্ধ-দৃষ্টি শুক্রাচার্য্য সতীরে লইয়া !　(প্রস্থান

শুক্রাচার্য্য। হা রে মূঢ়, মদ-গর্ব্বে এত স্ফীত তুই,
শুক্রাচার্য্যে বারবার অন্ধদৃষ্টি মতিচ্ছন্ন কহ ?
জ্বলন্ত-পাবক সম যোগশক্তি যার
মুহূর্ত্তে জাগ্রত হয়ে
দিঙ্মণ্ডলে ধেয়ে চলে প্রলয় হুঙ্কারে—
রক্ত আঁখি ঘূর্ণনে যাহার
দিক্‌হস্তী উর্দ্ধ-শুণ্ড পলায় তরাসে—

যার ভয়ে বিকম্পিত অষ্টদিকপাল সহ
বজ্রধর আপনি বাসব—
সেই মহারুদ্র-তেজদীপ্ত শুক্রাচার্য্যে হেন অপমান!
শোন ওরে স্পর্দ্ধিত বর্ব্বর,
শুক্রাচার্য্য আজি তোরে দিল অভিশাপ—

(বসুন্ধরা আর্ত্তনাদ করিয়া পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল)

শুক্রাচার্য্য। কে—কে,—মাতা—মাতা!
ভয় নাই সতীরাণী, মুহূর্ত্তের বিস্মরণ মম ;
কাঁদিও না—কাঁদিও না মাতা—
শক্তি-অস্ত্র জেনো সতী,
শম্বরেরই মৃত্যুর কারণ।
পার যদি, শক্তিরে করিয়া তুষ্ট বিন্ধ্যাচল হতে
সেই অস্ত্র নিয়ে তুমি রাখ লুকাইয়া।
শক্তি-অস্ত্র লভিবার দিতেছি সন্ধান—
এক মনে স্মর দেবী ইষ্ট-নারায়ণে! (প্রস্থান)

(ধ্যানমগ্না বসুন্ধরা—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব)

শ্রীকৃষ্ণ। পাষাণে বেধেছি হিয়া, তবুও জননী
বাক্যহীন আবাহন,
ওই তব আঁখি কোনে মৌন অশ্রুধারা
কেশবেরে করিয়াছে ব্যাকুল পরাণী।
সত্য কহি তোমারে জননী,
বিশ্বের কাহারো আমি অকল্যাণ
চাহিনা কখনো। নিজ নিজ

কর্ম্মফল ভুঞ্জে সর্ব্বজনে।
বুদ্ধি দোষে পতি তব
আপনার মৃত্যু-ফাঁস আপনি রচিছে,
আমি তাহে কি করিব মাতা ?

(বসুন্ধরা কাকুতি করিয়া পায়ে ধরিল)

একি কর—একি কর মাতা,
অনর্থক অপরাধী করো না আমারে,
কাঁদায়ো না কেশবেরে মাগো !
ভাল, তাই হবে,
তব মুখ চাহি অবশ্য যাইব আমি
বিন্ধ্যাচলে এবে। শক্তি-মন্ত্রে উজ্জীবিয়া
মহেশ ভবাণী,
পতির মরণ-অস্ত্র যদি তুমি চাহ মাতা
লুকায়ে রাখিতে—অবশ্য সহায় হব।
কিন্তু ভাবি—
পারিবে কি রোধিতে নিয়তি ?
যে হোক্ সে হোক্,
এস মাতা, আমি তোমা দেখাইব বিন্ধ্যাচল-পথ।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনপথ

(প্রদ্যুম্ন ও মায়াবতীর প্রবেশ)

প্রদ্যুম্ন। বনপথে চলেছিনু বিন্ধ্যাচল পানে
শক্তি-অস্ত্র করিতে উদ্ধার।
সেথা হতে হে কুমারী—
নাগ-মন্ত্র-বলে মোরে আকর্ষণ করি'
কি কারণ পুনর্ব্বার আনিলে হেথায় ?

মায়াবতী। অপরাধ করি যদি ক্ষমা করো প্রদ্যুম্ন আমারে।
নাহি জানিতাম কভু—
আমার সান্নিধ্য তব প্রীতিকর নহে ;
স্বপ্নে শুধু চেয়েছিলে মোরে,
আজি আর নাহি চাও শুনিবারে মম সম্ভাষণ ;
আর ডাকিব না তবে, এসো না কুমার,
আমি শুধু বসিয়া বিজনে
সন্ধ্যালোক-পরিম্লান সুরধুনী কূলে,
অস্ফূট-কূজন-গানে
ক্লান্ত বায়ু সনে, প্রিয় নাম একাকী গাহিব।
সে গান আমারই শুধু—আমারই সান্ত্বনা—
তাহে ত নাহিক কিছু ক্ষতি ?

প্রদ্যুম্ন। হা অভিমানিনী, কেমনে বুঝাব তোমা—
এ সান্নিধ্য প্রিয় কি অপ্রিয়! তব কণ্ঠে শুনি মোর

নাম ধরে ডাকা, কোন ছন্দে নেচে ওঠে
বক্ষে রক্তধারা—কেমনে বুঝাব তোমা
কহ লো মানিনী ? সম্মুখে কর্ম্মের স্রোত আবর্ত্ত-চঞ্চল
উর্ম্মিভঙ্গে অহর্নিশা ডাকিছে আমায়,
কঠোর দায়িত্ব শত, কর্ত্তব্য নির্ম্মম,
অপেক্ষিছে মোর লাগি দুই তটে জীবন সিন্ধুর !
ক্ষমা করো কুমারী আমায়,
শক্তি-অস্ত্র উদ্ধারিয়া যাব দ্বারকায় ;
এবে মোরে প্রদান বিদায় ।

মায়াবতী। দাঁড়াও—দাঁড়াও বীর, মোরে তব সঙ্গে লয়ে যাও—

প্রদ্যুম্ন। তুমি ! কোথা যাবে মোর সাথে ?

মায়াবতী। শক্তি-অস্ত্র উদ্ধারিয়া দানিতে তোমায়,

প্রদ্যুম্ন। পুষ্প-সুকোমলা-বালা,
শক্তি-মন্ত্র-মহাঅস্ত্র উদ্ধারিবে তুমি !
উন্মাদিনী হয়েছ নিশ্চয় ।

মায়াবতী। পুষ্প-সুকোমলা-বালা—পুষ্প সুকোমলা !
তাই মোরে সঙ্গিনী করিতে তব আশঙ্কা কুমার ?
কিন্তু বীর, দেখনি কি
যে নবীন মেঘদল ক্লান্ত-বনানীরে
তৃপ্ত করে নবধারা জলে—
তারই বুকে শোভা পায় বজ্র-কালানল,
তারই নৃত্য প্রলয় তাণ্ডবে থর থর কেঁপে ওঠে
আর্ত্ত-চরাচর !

প্রদ্যুম্ন। মায়াবতী—মায়াবতী!

মায়াবতী। শুনহে কুমার,
নারী নাহি হতে চায় শুধুমাত্র পুরুষের লীলার সঙ্গিনী—
নাহি হতে চায় শুধু ভীরু-বধূ বাসক-শয্যার—
করো তারে কর্ম্মরথে সারথী তোমার।
নয়নে ঊষার আলো, পৃষ্ঠে বেণী কালরাত্রি সম—
সগৌরবে বামভাগে বসাও তাহারে।
আমা বিনা কে তোমারে পূর্ণ কহে অবোধ পুরুষ?
পূর্ণ কোথা আমা বিনা শক্তির সাধনা?

(শম্বরের প্রবেশ)

শম্বর। সত্য কহিয়াছে বামা—শুনহে প্রদ্যুম্ন,
লক্ষ্মীছাড়া নারায়ণ শুনেছ কোথায়?
শক্তিহীন শিব, সে তো শব দেহ প্রায়—
কী শক্তি লভিতে চাও তাহার পূজায়?
সঙ্গী কর নারীরূপা শক্তি-সাধিকারে,
অর্দ্ধাঙ্গিনী করো তারে জীবনের ঘোর তপাচারে,
নহে জেনো, শক্তি-অস্ত্র র'বে তব আয়ত্ত অতীত,
একমাত্র সতী পারে সেই অস্ত্র অর্পিতে তোমারে।

প্রদ্যুম্ন। তাই হোক—তাই হোক তবে;
সাক্ষ্য রাখি তোমা পিতা শ্রেষ্ঠ দেব মম,
সাক্ষ্য রাখি বিশ্বমাতা ধরিত্রী জননী,
গ্রহণ করিনু তোমা জীবনের অর্দ্ধাঙ্গিনী রূপে।
শক্তি সাধনায় ওগো নিত্য-সহচরী,
অম্লান জ্যোতির শিখা দেখাও আমারে।

—০—

তৃতীয় দৃশ্য

বিন্ধ্যাচল—শক্তিপীঠ

শ্রীকৃষ্ণ ও বসুন্ধরা

শ্রীকৃষ্ণ। শক্তির সাধনপীঠে পদ্মাসনে বসি
এক মনে স্মর দেবী মহাকালী চণ্ডিকার রূপ।
খর্পর রুধির সিক্ত, মুণ্ডমালা গলে,
করাল বদনা ভীমা, ভয়াল-দশন,
মুক্তকেশী-দিগম্বরী নয়নাগ্রে তব
ধ্যানাবেশে অবিলম্বে দিবে দরশন।
জপো মাতা বীজমন্ত্র আপন অন্তরে,
উদ্বেলিয়া মেঘদল অসীম অম্বরে,
অই হের, অই হের দেবী বসুন্ধরা,
স্থির-সৌদামিনী-জ্যোতি ধীরে ধীরে উঠিছে জাগিয়া
নিকষে অঙ্কিত যথা সুবর্ণের লেখা।
জপো মাতা, জপো মাতা, বারম্বার বীজমন্ত্র তব,
সুপ্তিমগ্না মহাশক্তি অবিলম্বে হবে আবির্ভূতা,
অগ্নিময় খড়্গ তার তীব্র খরসান
জলিয়া উঠিবে এবে প্রলয় উল্লাসে,
সতীত্বের দীপ্ত-তেজে
সে বহ্নিরে স্তম্ভিত করিয়া, নিবারিতে পতি-মৃত্যু

তুমি সতী, সেই অস্ত্র গ্রহণ করিবে।
ঐ শোনো…ঐ শোনো দূরাগত-তরঙ্গ-গর্জ্জন সম
অস্ত্রের গর্জ্জন, বায়ুস্তর ভেদ করি মন্ত্র আকর্ষণে,
মহাঅস্ত্র ধেয়ে আসে বিন্ধ্যাচল পানে!
বসুন্ধরা, বসুন্ধরা, পূর্ণ বুঝি হ'ল মনস্কাম,
নিয়তিরে করিলে বিফল!

(নেপথ্যে শম্বর)

শম্বর। পূর্ণ নহে মনস্কাম, শোন ওরে বর্ব্বর যাদব,
নিয়তি আনিল তোরে কেশে আকর্ষিয়া।

শ্রীকৃষ্ণ। শম্বর! বসুন্ধরা, ব্যর্থ হ'ল বুঝি দেবী
সাধনা তোমার!
উজ্জীবিত মহাঅস্ত্র, চলিলাম আমি,
পার যদি নিবারিও পতিরে তোমার! (প্রস্থান)

(অপর দিক হইতে শম্বরের প্রবেশ)

শম্বর। কোথা যাস্…কোথা যাস্ দুষ্ট নন্দ—সুত,
শম্বর-কবল হতে কোথা তুই যাস্ পলাইয়া?
রাণী বসুন্ধরা?
বুঝিবারে না'রি একি তব নির্লজ্জ ব্যভার!
স্বামীর আহ্বানে তুমি না'রিলে আসিতে
শক্তি-অস্ত্র উদ্ধারিতে পতি-হিত তরে;
এবে স্বৈরিণীর প্রায় এসেছ হেথায়,
শক্তি-অস্ত্র উদ্ধারিতে নন্দ-সুত তরে!

ধিক্ ধিক্ তোরে নির্লজ্জা রাক্ষসী,
লজ্জাহীনা ভ্রষ্টানারী, ওঠ্ ত্বরা করি।

(বসুন্ধরাকে সবলে আসন হইতে টানিয়া তুলিতে বসুন্ধরা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল)

ওকি…ওকি—
তরঙ্গ-গর্জ্জন সম কিসের গর্জ্জন !
অস্ত্র !　অস্ত্র !　অস্ত্র-করে মহাশক্তি হ'ল আবির্ভূতা !
কেবা উদ্ধারিবে অস্ত্র, কে দানিবে শক্তি-অস্ত্র
কুমারে আমার !
কোথায় প্রদ্যুম্ন তুমি—কোথা তুমি সতীকুল-রাণী !
অস্ত্র নাও—অস্ত্র নাও ত্বরা !

(মহাশক্তির আবির্ভাব)

মহাশক্তি।　অস্ত্র নে রে, অস্ত্র নে রে, অস্ত্র নে রে সতী !
উজ্জীবিতা মহাশক্তি
বিশ্বনাশা-খড়্গ করে হ'ল আবির্ভূতা।
ভাঙ্গায়ে শক্তির নিদ্রা কোথা গেলি সতী ?
ধর্ অস্ত্র খরসান সতীত্বের তেজে,
নহে, বহ্নিস্রোতে জীবলোক ধ্বংস হবে মুহূর্ত্ত মাঝারে।

(বেগে মায়াবতী ও প্রদ্যুম্নের প্রবেশ)

মায়াবতী।　সম্বর… সম্বর মাতা, প্রলয় মূরতি !
সতী নারী আবির্ভূতা বীর পতি সনে
শক্তি-অস্ত্র করিতে গ্রহণ
দাও…দাও অস্ত্র, মহাশক্তি, মোরে।

মহাশক্তি। পারিবি ধরিতে অস্ত্র ?

যোগমায়া। কেন না পারিব ?

ভাবিও না মোরে মাতা সামান্যা রমণী,
হীন জনে বরমাল্য করিনি অর্পণ ;
যে সতীত্ব-মহাশক্তি নির্ভর করিয়া
বৈকুণ্ঠের মহালক্ষ্মী ধরে বিষ্ণুতেজ,
যার বলে দাক্ষায়িণী সতী তুমি শিব তেজ করহ গ্রহণ,
সেই বহ্নি দীপ্যমান থাকে যদি অঙ্গেতে আমার
মন্ত্রমুগ্ধ-নাগ সম শক্তি-অস্ত্র তব
হেলায় করিয়া বশ পতিরে অর্পিব,
ধরণীরে ধ্বংশ হতে এখনি রক্ষিব। (অস্ত্রদান)

শম্বর। ধন্য···ধন্য সতী নারী.

অস্ত্র তেজ করেছো ধারণ,
ধন্য বীর-জায়া তুমি
রক্ষিয়াছ আমার জীবন !

—০—

চতুর্থ দৃশ্য

দ্বারকার প্রাসাদ

(পুরকন্যাগণের গীত)

মন আনন্দ সায়রে ভাসে।
সুন্দর বন্ধু কি অন্তরে আসে!
কানন-কুন্তল সাজে বন-ফুলে,
পীককুল পঞ্চমে ঝঙ্কার তুলে ;
ঝর্ণার ঝর্ঝরে
পল্লব-মর্ম্মরে
সে চপল বন্ধু কি মঞ্জু হাসে! (প্রস্থান)

(শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর প্রবেশ)

রুক্মিণী। হৃষীকেশ, বিপরীত রীতি তব
কোন মতে বুঝিতে না পারি! আসিছে শম্বর পুত্র দ্বারকানগরে
রামকৃষ্ণে ভেটিবারে দ্বৈরথ সমরে,
অমনি করিলে আজ্ঞা পুরবাসীগণে—
বসাতে মঙ্গল-ঘট গৃহদ্বার তলে,
সাজাইতে উৎসবের বরণ মালিকা!
কেন এই আয়োজন প্রভু?

শ্রীকৃষ্ণ। যদি বলি, প্রদ্যুম্নের সম্বর্দ্ধনা হেতু?

রুক্মিণী। এত দুঃখে তবু হাসি পায় ;
হে ছলনাময়, বাক্যের চাতুরী দিয়া ভুলাবে আমায় ?
কোষমুক্ত-অসি-করে যে তোমার
শত্রুরূপে পশিছে নগরে
তার সম্বর্দ্ধনা হেতু করিছ উৎসব ?

শ্রীকৃষ্ণ। রুক্মা দেবী—

রুক্মিণী। আজি মনে পড়ে দ্বাবিংশ বৎসর পূর্ব্বে
একদিন দ্বারাবতী মেতেছিল এমনি উৎসবে,
দ্বারে দ্বারে মঙ্গল তোরণ,
রাজপথে গন্ধ-পুষ্প, লাজ বরিষণ,
প্রতি গৃহে লক্ষকণ্ঠে উৎসব কল্লোল ;
তারপর, কি নিবিড় অন্ধকার, কি গভীর স্তব্ধতা ভীষণ !
জনার্দ্দন, আজি কেন পুনর্ব্বার মনে জাগে সেদিনের স্মৃতি ?
কেন মোর অন্তরের সকল পিপাসা
উৎসুক নয়ন মাঝে এককালে উঠিল জাগিয়া ?
হৃষীকেশ, কহ মোরে, এ প্রতীক্ষা হবে কি সফল ?
পাবো কি দেখিতে আমি
মেঘ-মুক্ত চারু-চন্দ্রমারে ?

শ্রীকৃষ্ণ। মেঘ মুক্ত যদি হয় সে চারু-চন্দ্রমা,
আর, আঁখি দুটি তব সে সময়ে যদি দেবী না থাকে মুদিত,
করি অঙ্গীকার, অবশ্য দেখাব তারে ;
কিন্তু, ভয় হয়—
এবে শুধু চাহ দেখিবারে,

দেখিলে কহিবে পুনঃ
এইবারে ধরে দাও ঐ চন্দ্রমারে !
পূর্ব্বে কহি, সে সামর্থ্য নাহি কিন্তু মোর।

রুক্মিণী। হৃষীকেশ—

শ্রীকৃষ্ণ। দেখাব সে বাঞ্ছিত-নিধিরে,
বল দেবী, চাহিবে না ধরিতে তাহারে !

রুক্মিণী। হৃষীকেশ, হৃষীকেশ
দ্বাবিংশ বৎসর ধরি কাঁদায়ে আমারে,
এখনও কি ভাঙ্গিবে না এ খেলা তোমার !
আরও মোরে চাহ কাঁদাইতে !
বক্ষের হারানো নিধি দীর্ঘযুগ পরে
সত্য যদি ফিরে আসে ঘরে,
মাতা হয়ে তারে আমি বক্ষে ধরিব না ?
পারিব না শিরে তার একবিন্দু অশ্রুজল বর্ষণ করিতে ?
হে নিষ্ঠুর, হে পাষাণ,
কোনপ্রাণে উচ্চারিলে হেন তীব্র পরিহাস-বাণী ?

শ্রীকৃষ্ণ। নহে পরিহাস দেবী, বলিয়োনা জনার্দ্দনে
নির্ম্মম কঠোর। যাহারে হারায়ে তুমি
রাত্রিদিন ফেলিতেছ তপ্ত অশ্রুজল—তাহার বিরহ ব্যথা
করে না কি শ্রীকৃষ্ণে বিকল ?
কৃষ্ণের মুখের হাসি—তার অন্তরালে
দেখনি কি কত অশ্রু রয়েছে লুকান !
এই ওষ্ঠে যে হাসি দেখিছ

এ শুধু ফোটাতে হাসি জীবের অধরে ;
অন্তরে যে অশ্রু-বন্যা বহে সঙ্গোপনে
সে আমার একান্ত আপন।
এই অশ্রু-যমুনার ঘনো নীল জলে
সারা অঙ্গ নীলবর্ণ হইল আমার,
বিশ্বের বেদনা যত নিজ দেহে লয়ে
নীলমণি হ'ল দেবী তোমার কেশব—
কিন্তু তবু...তবু কেন নাহি ঘুচে জীবের বেদনা,
তবু কেন অশ্রু তার মুছাতে পারি না !

রুক্মিণী। জনার্দ্দন, জনার্দ্দন—

শ্রীকৃষ্ণ। ভেবে দেখ রুক্মাদেবী,
জন্মমাত্রে অপহৃত নন্দনে তোমার
আঁখির পলকে শুধু দেখেছ বারেক ;
সেই পলকের দেখা, শুধু মাত্র পলকের স্মৃতি
দ্বাবিংশ বৎসর ধরি কাঁদালো তোমারে ;
আর...আর ভাব, দেবী তার কথা—
মাতৃঅঙ্ক-হারা সেই অবোধ শিশুরে
আপন সন্তান বলি যে জননী অঙ্কে তুলে নিল,
পিপাসার্ত্ত ওষ্ঠে তার আপনার বক্ষ-ক্ষীর
বিন্দু বিন্দু করি নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া
যে তোমার শিশুরে বাঁচালো,
ভাবো দেবী একবার তাহার বেদনা !
আপনি কেঁদেছ যদি দ্বাবিংশ বৎসর,

কাঁদাতে চাহ কি দেবী, পুত্রে কেড়ে লয়ে,
সে অভাগী দুঃখিনীরে জন্ম জন্মান্তর ?

রুক্মিণী। জনার্দ্দন, জনার্দ্দন,—
আমি তার মাতা—

শ্রীকৃষ্ণ। সে-ও মাতা রুক্মাদেবী,
ধরে নি জঠরে সত্য, তবুও সে মাতা,
যেমন কৃষ্ণের মাতা জননী যশোদা!
জনার্দ্দন, জনার্দ্দন,
বল, বল দেবী, পুত্রে ফিরে চাও ?

রুক্মিণী। না, না, চাহি না, চাহি না পুত্রে,
প্রবঞ্চিতা মাতা আমি—
পারিব না প্রবঞ্চিতে অন্য জননীরে ;
কেঁদে গেছে দ্বাবিংশ বৎসর,
যাক্ কেঁদে রুক্মিণীর অবশিষ্ট সমস্ত জীবন—
তবু, তবু ওগো নররূপী প্রভু নারায়ণ,
তোমার সঙ্গিণী আমি, তোমারি সেবিকা,
আপন সুখের লাগি অন্য জননীরে
কভু আমি কাঁদাতে না'রিব।

শ্রীকৃষ্ণ। রুক্মাদেবী, রুক্মাদেবী,—
সত্য, সত্য আজি, কেশবে করিলে ধন্য
কেশবের জীবন-সঙ্গিনী!
এতক্ষণে...এতক্ষণে শুন দেবী,
মেঘ-মুক্ত হ'ল তব জীবন-চন্দ্রমা।

এসো চলে, এইবার হয়েছে সময়,
আপনি দেখাব তোমা এবে সেই মধু-চন্দ্রোদয়।

(উভয়ের প্রস্থান)

(বলভদ্র ও প্রদ্যুম্নের প্রবেশ)

প্রদ্যুম্ন। সত্য কহ, তুমি রাম—
দ্বারকার পতি ?

বলভদ্র। কেন, প্রত্যয় হ'ল না বুঝি ? দেখিতেছি
এতো বড় ঘটিল বিপাক ! যতবার বলিলাম
আমি রাম, আমি রাম, আমি বলরাম—
ততবার মহাবীর এই মোর কাঁধেতে তাকান !
কেন, হল—অস্ত্র বীর-যোগ্য অস্ত্র নহে বুঝি ?
আরে মূঢ়, এই অস্ত্র করে ধরে
রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই যবে—একত্রে শাসন করি
অনুর্ব্বর-উদ্ধত-মেদিনী—
দিগন্ত-মেখলা-ধরা স্বর্ণশীর্ষ-শস্যে দেয়
রাজকর আনি,
ক্ষুধিত জীবের তাহে বাঁচাই পরাণী !
বল্ ত্বরা, দেখিতে চাস্ কি মোর হলের প্রতাপ ?

প্রদ্যুম্ন। দেখিবার নাহি প্রয়োজন।
জানিলাম দ্বারাবতী মায়ার রাজত্ব—
হেথা শুধু মায়ার শাসন।
নহে, শত্রুরূপে যে পুরীতে করিনু প্রবেশ
মৃত্তিকা পরশি তার—

মর্ম্মে কেন জেগে ওঠে মর্ম্মান্ত-হরষ
জননীর স্নেহ-স্পর্শ-রোমাঞ্চ সমান !
বলরাম, জনার্দ্দন—পিতৃশত্রু বলি' যারে
বধ হেতু প্রতিজ্ঞা আমার,
দ্বারাবতী প্রবেশিয়া কেন তনু মন
মধুমত্ত-ভৃঙ্গ সম
তাহাদেরি নাম গান করে গুঞ্জরণ !

বলভদ্র। রে তরুণ নীরদ-বরণ—
দানব জনম তুই জন্মার্জ্জিত অভিশাপে লভিলি নিশ্চয় ;
তাই, ভ্রান্তি বশে এসেছিস শত্রুরূপে ভেটিতে মোদের ।
কিন্তু তবু কহি শোন্,
তোরে দেখে মুগ্ধ আজ দ্বারকা নগরী ;
শত্রু নহে···মুগ্ধ-রাম ভাবে তোরে আত্মার আত্মীয়,
আয় বৎস,—
অস্ত্র ফেলি, আলিঙ্গন কর্ রে গ্রহণ—
(প্রদ্যুম্ন আলিঙ্গনোদ্যত হইয়া সরিয়া গেল)

প্রদ্যুম্ন। না না—কভু নয়—আলিঙ্গন করিতে না'রিব,
সরে যাও—সরে যাও, স্পর্শ করিও না মোরে—
মায়াবী যাদব ! শম্বর-নন্দন আমি—
একাকী পেয়েছ মোরে দ্বারাবতী মাঝে
তাই চাহ মায়াবলে আবদ্ধ করিতে ?
ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র এ পুরীর বিহঙ্গ সঙ্গীতে—
ষড়যন্ত্র তরুর মর্ম্মরে ! আমারে বাঁধিবে বলে

ষড়যন্ত্র-মায়াপাশ করেছ বিস্তার
দ্বারকার আকাশে বাতাসে!
পারিব না দিতে আলিঙ্গন,
যুদ্ধ সাধ তাও বুঝি মিটে গেছে মোর,
ফিরে যাই ফিরে যাই দৈত্যপুরী মাঝে।

বলভদ্র। কোথা যাস্...রে উন্মাদ! কৃষ্ণ আছে তোর প্রতীক্ষায়।

প্রদ্যুম্ন। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! একি, নাম মাত্র উচ্চারণে –
কি কারণ রোমাঞ্চিত হ'ল কলেবর!
হৃদয় কাঁদিয়া ওঠে কেন রে আমার
দুর্নিবার অসহ-উল্লাসে!
কতদিন, কতবার ওই নাম কত মুখে করেছি শ্রবণ,
তবু আজ মনে হয় এ বুঝি রে নহে পুরাতন,
নাম-মধু হতে ঝরা পদ্মের সৌরভ
সারা তনু মন মোর করিল বিকল!
না—না—এ-ও মায়া—মায়াধর কৃষ্ণের ছলনা!
নাম-মন্ত্রে বাঁধে যেবা—দরশনে তার
দ্বারকা ছাড়িয়া যাবে হেন সাধ্য কার?
ছাড় ছাড় পথ বলভদ্র,
কৃষ্ণে হেরিবার পূর্ব্বে যাব দৈত্যপুরে।

(প্রস্থানোদ্যত, সহসা সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীকে
দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল)

প্রদ্যুম্ন। কে—কে ইহারা!

রুক্মিণী। কেহ নই, কেহ নই তোর।

যাস্‌নে পলায়ে ওরে, নাহি কোন ভয়,
দূর হতে বারেক দেখিব শুধু মুখখানি তোর।
মরি, মরি, এ কি আঁখি আয়ত-মুখর !
এ কি ভুরু বঙ্কিম-সুঠাম !
একি ওষ্ঠ রক্তোৎপল-আভা !
দ্বাবিংশ বৎসর ধরি
এই মূর্ত্তি দেখেছি স্বপনে !
এই ওষ্ঠ সিক্ত করি দ্বাবিংশ বৎসর
মাতৃস্তন্য ধারা মোর স্বপ্নাবেশে নিঃশেষে ঢেলেছি !
পুত্র, পুত্র, রুক্মিণীর নয়নের মনি—

প্রদ্যুম্ন। কি—কি—কি বলিছ তুমি উন্মাদিনী !

রুক্মিণী। নহি উন্মাদিনী বৎস,
মাতা···মাতা আমি তোর,
নরদেহে নারায়ণ—
এই দেখ পিতা তোর সম্মুখে দাঁড়ায়ে !

শ্রীকৃষ্ণ। প্রদ্যুম্ন—প্রদ্যুম্ন --

প্রদ্যুম্ন। স্তব্ধ হও, স্তব্ধ হও তুমি মায়াধর,
ও মধু-নিস্যন্দি-কণ্ঠে
প্রদ্যুম্ন বলিয়া আর ডেকো না আমারে।
শত্রু তব দানব শম্বর,
দ্বারকার শত্রু আমি শম্বর-নন্দন,
ইচ্ছা হয় ধর অস্ত্র বক্ষ দিব পাতি,
কিন্তু হে কেশব,—

ত্রিলোক-বাঞ্ছিত এই পিতৃত্ব তোমার,
এই স্বর্গ চিরকাম্য সর্ব্ব দেবতার,
সেথা মোরে হে নির্ম্মম, নিও না তুলিয়া
পরিহাস অন্তে পুনঃ
অন্ধকার রসাতলে নিক্ষেপ করিতে।
দানব-নন্দন আমি—দানবী-জননী
দানবীয়-রক্তস্রোত বহে মোর ধমনী শিরায় ;
দিওনা...দিওনা মোরে চরণে মিনতি,
কৃষ্ণের নন্দন আখ্যা মিথ্যা পরিচয় !

শ্রীকৃষ্ণ। মিথ্যা নহে, শোন্ পুত্র, আমি তোর পিতা,—
রুক্মিণী জননী তোর,
জন্মমাত্রে মায়াবশে হরিল শম্বর।

রুক্মিণী। আয় আয় পুত্র,
একবার বুকে আয় শুধু,
একবার মা বলিয়ে ডাক রে আমারে !

প্রদ্যুম্ন। মা, মা !
না, না, কারে ক'ব মাতা, কারে ক'ব পিতা !
সত্য কি...সত্য কি তবে
বিশ্বধ্যেয়-পুরুষ-প্রকৃতি
রুক্মিণী-কেশব মোর জনক-জননী !
কি আনন্দ কি আনন্দ...কি আনন্দ মোর !
না না, একি আর্ত্তনাদ···একি আর্ত্তনাদ !
আর্ত্তনাদ আকাশে বাতাসে,

আর্ত্তনাদ সপ্ত-সিন্ধু-তরঙ্গ-কল্লোলে !
বসুন্ধরা মাতা মোর বুঝি রে কাঁদিছে
শূন্য-নীড়ে একাকিনী পথভ্রষ্ট শাবক লাগিয়া !—
কাঁদিও না...কাঁদিও না ওগো বসুন্ধরা,
হোক্ কৃষ্ণ নারায়ণ,
রুক্মিণী সে হোক্ নারায়ণী—
দীনা, রিক্তা, সর্ব্বহারা, ওগো বসুন্ধরা,—
তবু তুমি—তবু তুমি আমার জননী।

(ছুটিয়া প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

রাহুর গৃহ

(স্ত্রীবেশধারী শুক্রাচার্য্যের শিষ্যসহ রাহুর প্রবেশ)

রাহু। গিন্নী! ও গিন্নী!

(রাহু পত্নীর প্রবেশ)

রাহুপত্নী। কি গো—অমন গাঁক্ গাঁক্ করে চেঁচাচ্ছ কেন? ওমা এ কে?

রাহু। নাও, বরণ করে ঘরে তোল—তোমার সতীন।

রাহুপত্নী। আমার সতীন!

রাহু। হ্যাঁ গো হ্যাঁ—তোমার ছোট বোন—আমার বিয়ে করা নূতন বউ।

রাহুপত্নী। ওমা, সতীন কি গো?

রাহু। সতীন—সতীন যেমন লোকের হয়ে থাকে; আমার বিয়ে করা বউ—আবার সতীন কি করে হয়?

রাহুপত্নী। ওমা—এ আমার কি হ'ল গো? মিন্সে শেষে সতীন নিয়ে ঘরে ঢুকলো গো!

রাহু। নাও, এখন ন্যাকড়া রাখ—মরা-কান্না পরে কেঁদো এখন। ছিরিছাদ কি আছে শীগ্‌গীর সেরে নাও।

রাহুপত্নী। তবে রে মিন্সে মুখপোড়া, যা নয় তাই! মরা-কান্না

আমার? যত কিছু বলি না তত বেড়ে উঠেছ! সতীন নিয়ে ঘরে ঢুকে আবার চোখ রাঙানি?

রাহু। এই—এই—

রাহুপত্নী। দাঁড়া তো মিন্সে—এত বড় সাহস তোর? ঝেঁটিয়ে বিষ ভেঙ্গে দেব, তবে ছাড়বো।

রাহু। এই, খবর্দ্দার! খবর্দ্দার! নূতন বৌকে কিছু বলো না বলছি! আজ আর তোমার ওসব তড়পানি চলবে না। হ্যাঁ, তোমার না পোষায়—তুমি আমাদের ভিটে ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পার।

রাহুপত্নী। কি! আমায় ভিটে ছাড়তে বলিস্, "আমাদের ভিটে!"

রাহু। ও কথা বল্‌লে আর চলছে না মাণিক। এখন তুমি দুয়োরাণী—এই সুয়োর তাঁবে। এখন তুমি বে-দখল।

রাহুপত্নী। ও মাগো—

রাহু। আর কাঁদলে কি হবে? নাও ওঠো—

রাহুপত্নী। ওমা—আমার যে বিশ্বাস হচ্ছে না গো! ও মিন্সে, তুই ঠাট্টা কর্চ্ছিস্ না তো?

রাহু। ঠাট্টা! জলজ্যান্ত সতীন চোখের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে—তবু বলিস্ ঠাট্টা?

রাহুপত্নী। ওগো—তুমি যে আমায় কত ভালবাসতে গো—

রাহু। তা তুমিও তো আমায় কম জ্বালাতন কর নি ধনি! গয়না দাও, সাড়ী দাও, আমি গরীব জেনেও তো তুমি আমায় কম নির্য্যাতন কর নি প্রিয়ে!

রাহুপত্নী। ওগো, আর আমি কিছু কর্‌বো না গো—তোমার পায়ে ধরি—ও সতীন আগে বিদেয় কর।

রাহু। তা কি করে হবে? বিয়ে করা বউ—

রাহুপত্নী। ভারী তো বিয়ে—এক বিয়ে থাকতে বিয়ে আবার বিয়ে নাকি?

রাহু। তুমি না বল্‌লে—ও মেনে নেবে কেন?

রাহুপত্নী। ওকে আমি ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব। নইলে রক্ত-গঙ্গা হয়ে মরব।

রাহু। তা শেষেরটাই বোধ হয় সোজা, (নূতন বৌকে) কি বল গো?

রাহুপত্নী। ফের তুমি ওর সঙ্গে কথা কইছ?

রাহু। সে কি! কথা কইব না? এখন তো ওর সঙ্গেই কথা আমার চল্‌বে। তোমার সঙ্গেই বরং কথা এখন বন্ধ হয়ে যাবে।

রাহুপত্নী। ওগো, তোমার দুটী পায়ে পড়ি গো—তুমি আমায় মাফ কর—ওগো আমার ঘাট হয়েছে গো—

রাহু। স্বীকার কচ্ছিস্?

রাহুপত্নী। হঁ্যা—

রাহু। বাঃ, এই তো এখন বেশ স্থর্ সুর্ করে লক্ষ্মী হয়ে উঠেছিস্ দেখছি। এখন ওকে একবার বিদেয় কর্ত্তে পারলেই আবার তো সেই মূর্ত্তি ধরবি!

রাহু-পত্নী। ওগো—না গো—না—

রাহু। কি না?

রাহু-পত্নী। তুমি যা বলবে, তাই শুনব।

রাহু। শুন্‌বি!

রাহু-পত্নী। যা কর্ত্তে ব'লবে তাই করবো!

রাহু। কর্‌বি?

রাহু-পত্নী। হুঁ!

রাহু। বাঃ—এই তো বেশ সুবুদ্ধির কথা! আচ্ছা, তাহ'লে তুই আমার পা টেপ্‌।

রাহু পত্নী। (রাগিয়া) কি!

রাহু। ওই তো!

রাহু পত্নী। আচ্ছা, টিপছি।

রাহু। হয়েছে—হয়েছে, থাক্—আচ্ছা আমার মাথার পাকা চুল তোল্‌।

রাহু পত্নী। তোমার মাথায় তো পাকা চুল নেই।

রাহু। নেই নাকি—আচ্ছা, তবে মাথায় একটু হাত বুলো।

রাহু পত্নী। (হাত বুলাইল)

রাহু। বেশ—থাক,—তাহলে যা বলব, শুন্‌বি?

রাহু পত্নী। হুঁ—

রাহু। আর গয়নাগাটি চাইবি না?

রাহু পত্নী। না—

রাহু। আর শাড়ীর ফর্দ্দ দিবি না?

রাহু পত্নী। না।

রাহু। আমি গরীব গেরস্ত—আমার সাধ্যে যা কুলোয় তার বেশী কিছু বায়নাক্কা কর্ব্বি না?

রাহু পত্নী। না।

রাহু। হাসিমুখে ঘর গেরস্থালীর কাজ কর্ব্বি ?

রাহু পত্নী। হাঁ, কর্ব্বো গো কর্ব্বো ! এইবার তুমি ও মাগীকে বিদেয় কর।

রাহু। তা কি হয় ? বিয়ে করা বউ যে !

রাহু পত্নী। তবে রে মিন্সে :

রাহু। ফের—

রাহু পত্নী। না—ঘাট হয়েছে।

রাহু। আচ্ছা।

(কেতুর প্রবেশ ; স্ত্রীবেশধারী শিষ্যকে দেখিয়া প্রথমে থমকিয়া দাঁড়াইল ; পরে ঘোমটার ফাঁক দিয়া মুখ দেখিল)

কেতু। ওমা—মা—দেখ 'সে—আমাদের নতুন মায়ের মুখে গোঁপ !

রাহু পত্নী। সে কি রে !

রাহু। মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা—এ ব্যাটা দেখছি তার বাপের চেয়েও মিথ্যেবাদী—মেয়েমানুষের কখনো গোঁপ হয় ?

কেতু। বাঃ রে, আমি কি মিথ্যে কথা বল্লুম ?

রাহু পত্নী। সে কি রে কেতু ? তুই সত্যি বলছিস্ ?

কেতু। বেশ, সত্যি কি মিথ্যে তুমিই দেখ না। নতুন মা—ও নতুন মা—এ দিকে এস না—মা তোমায় ডাক্ছে।

(শুক্রাচার্য্যের শিষ্য ঘোমটা ফেলিয়া দিল)

স্ত্রীবেশী-শিষ্য। প্রণাম হই মা কেতু-জননী! আমি আপনার সতীন বটে, তবে স্ত্রীলোক নই! গুরু শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে আমরা কয় শিষ্যে মিলে—আপনাদের এই ভাঙ্গা ঘর জোড়া দেবার জন্য স্ত্রী সেজেছি মাত্র। আসি তবে মা, অপরাধ নেবেন না—এইবার সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর গেরস্থালী করুন।

(প্রস্থান)

কেতু। ও নতুন মা—শোনো—শোনো—আমি তোমার সঙ্গে যাবো। (প্রস্থান)

রাহু পত্নী। তবে রে মিন্সে! তোর পেটে পেটে এত! আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন!

রাহু। ওগো, দোহাই—দোহাই রক্ষা চণ্ডিকে, কৃপাহি কৃপাহি—আর এমন হবে না—এই আমি নাকে কাণে খত দিচ্ছি!

রাহু পত্নী। আমার সঙ্গে চালাকী?

রাহু। ওঃ ওঃ ওঃ—দোহাই দোহাই—ওরে, তোর জন্যেই এত করেছিলুম রে! আর শিক্ষা দিস্‌নি—এইবার মাপ কর।

রাহু পত্নী। (শান্ত হইয়া) দেখো—আজ আমারও শিক্ষা হয়েছে। আমিও সত্যি তোমায় বড় নির্য্যাতন করতুম, তুমিও আমায় মাপ কর।

রাহু। এঁ্যা, বলিস কি! সত্যি তুই মাপ চাইছিস?

রাহু পত্নী। হঁ্যা—

রাহু। মার দিয়া কেল্লা! আর আমাদের পায় কে? আর আমাদের পায় কে?

(উভয়ের গীত)

উভয়ে। কাজল মেঘের কোলে চাঁদ দুলিল,চাঁদ দুলিল রে, চাঁদ দুলিল ;

রাহু। রূপালী আলোর বানে মন ভুলিল,

মন ভুলিল রে, মন ভুলিল।

কে—মা। বন-টিয়া নাচে বনে, মনে নাচে পাপিয়া,

রাহু। পিয়া বিনে হেন রাতে বাঁচি বল কি নিয়া!

কে—মা। এস প্রিয় গাহি গান

রাহু। মানিনী ভাঙ্গিল মান

উভয়ে। শুক্‌নো ডালেতে আজ ফুল ফুটিল,

ফুল ফুটিল রে, ফুল ফুটিল!

—•—

ষষ্ঠ দৃশ্য

দৈত্যরাজ প্রাসাদ

প্রলম্ব, বয়স্যগণ ও নর্ত্তকীগণ

(নর্ত্তকীদের গীত)

ভাব মন শেষের সেদিন (সেই) ঝিঙে ক্ষেতে পটল তোলা
শিঙে ফোকার তালে তালে
(যেদিন) গাল বাজাবে ববম্ ভোলা।
অসার এই মায়ার পিছে কেন হায় ঘুরিস মিছে ?
পিয়ে নে রঙীন সুরা পান-শালা তোর থাকতে খোলা।
ভাব মন ···ইত্যাদি—
অধরে প্রেমের মধু বিরহে কাঁদছে বঁধু
পিয়ে নে রূপের সুধা, চোখ দুটি তোর থাকতে খোলা।
ভাব মন······ইত্যাদি—
রে অবোধ, কাল বয়ে যায়, চলে আয়, আয় চলে আয়,
নারী আর সুরা নিয়ে দোল দিয়ে যাই জীবন দোলা।
ভাব মন······ইত্যাদি—

(প্রলম্ব ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

(শম্বরের প্রবেশ)

শম্বর। প্রলম্ব, প্রলম্ব! একি! ধিক তোরে! আজ আমার অভিশপ্ত

দ্বাবিংশ বৎসর পূর্ণ হবার শেষ রাত্রি, আর তুই, সুরা আর নারী নিয়ে প্রমত্ততা সুরু করেছিস ?

প্রলম্ব। মাতাল হয়েছি কি সাধে! (হঠাৎ কাঁদিয়া) শুধু তোমারই জন্য দাদা—তোমারই দুঃখ দেখে। তুমি ঐশ্বর্য্যের মদ খেয়েছ—বিদ্যার মদ খেয়েছ—কিন্তু ফল হয়েছে কেবল পৃথিবীময় শত্রু দেখছ, আর জ্বলে মর্‌ছ। একবার এই মদ খেয়ে দেখ ভাই, সব জ্বালা ভুলিয়ে দেবে। আর অর্দ্ধদণ্ড অতীত হলে—দৈববাণীর সেই দ্বাবিংশ বৎসর পূর্ণ হবে। এই সময়টুকু···শুধু এই সময়টুকু শত্রু না খুঁজে তুমি এই সুধা খেয়ে একটু ঘুমোও—আজ রাতটা কাটলে যা খুসী করো—এই রাতটা · শুধু এই রাতটা শত্রু-মিত্র ভুলে থাক—নাও ধর—তোমার পায়ে পড়ি ভাই, তোমায় খেতে হবে, খেতেই হবে।

(শম্বরের মুখে সুরা ঢালিয়া দিতে উদ্যত)

প্রলম্ব! সুরা—সুরা—

(পাত্র প্রলম্বের পানে ছুড়িয়া ফেলিল ;
প্রলম্বের কপাল কাটিয়া গেল)

শম্বর। প্রমত্ত মাতাল,—শম্বরেরে চাহ তুমি
সুরাপানে শত্রু ভুলাইতে ?

প্রলম্ব। (এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ-দৃষ্টিতে তাকাইল) আঘাত করে আমার কপাল কেটে দিলে, দুঃখ নাই।—তোমায় বোঝাবার স্পর্দ্ধাও আমার নাই! শুধু যাবার সময় এইটুকু বলে যাই, যে বিদ্যার দম্ভ-চূড়ায় তুমি উঠে দাঁড়িয়েছ, সেখান

থেকে যদি একবার পৃথিবীর মাটীতে নেমে আসতে পারতে—তা হ'লে দেখতে পেতে যে মূর্থ হোক—মাতাল হোক্—লম্পট হোক—তবু ভাই চিরদিনই ভাই—সে যা করে—তা ভাইয়ের হিতের জন্যই করে। (প্রস্থান)

শম্বর। হিত! শম্বর চাহে না হিত,
চাহে না মঙ্গল। করুণার দান
ঘৃণা করে দানব শম্বর।
কোথায় অহিত মোর?
জন্মশত্রু কেশবের বিনাশ কারণ
পুত্র মম গেছে দ্বারকায়।
অবিলম্বে ছিন্নমুণ্ড লয়ে তার আসিবে ফিরিয়া।
ঐ···ঐ বুঝি শোনা যায় রথের ঘর্ঘর!
দ্বারকা হইতে মোর চির-শত্রু কেশবে বধিয়া,
শোণিত তর্পণ করি পুত্র মোর বুঝি ফিরে এলো!
কোথা পুত্র, আয়, আয়, শীঘ্র আয়
শম্বরের তৃষিত হিয়ায়!

(মকরাক্ষের প্রবেশ)

মকরাক্ষ। মহারাজ! মহারাজ!

শম্বর। একি, মকরাক্ষ!

মকরাক্ষ। ঘোর দুঃসংবাদ মহারাজ,—জীবিত রুক্মিণী-পুত্র!

শম্বর। কি বলিলে! জীবিত রুক্মিণী পুত্র?

মকরাক্ষ। জীবিত সে মহারাজ!
শুনিলাম, রুক্মিণী নন্দন নাকি

পর-গৃহে ছদ্মরূপে হয়েছে পালিত !
আজি সে আসিছে ছুটে দানব নগরে,
পশ্চাতে তাহার, সাগর প্লাবন সম
জয়োল্লাসে ধেয়ে আসে দ্বারকার যত নরনারী !

শম্বর । সর্ব্বনাশ ! একি অসম্ভব !
জীবিত সে জন্মশত্রু মোর !
দ্বাবিংশ বৎসর পূর্ব্বে যারে আমি নিজ হস্তে
সিন্ধুজলে দিনু বিসর্জ্জন—
সেই দুষ্ট অরাতি আমার
অতল কালের সিন্ধু মথিত করিয়া
আবির্ভূত হল পুনর্ব্বার !
কি করি—কি করি উপায় তবে !
কী দেখিস মকরাক্ষ, দাঁড়ায়ে নীরবে ?
বাধা দে···বাধা দে ত্বরা শত্রু রে আমার,
রুদ্ধ কর্ অবিলম্বে নগরের পাষাণ দুয়ার—

(মকরাক্ষ ছুটিয়া চলিয়া গেল)

না, না নাহি প্রয়োজন তার—নাহি প্রয়োজন,
শিব-আশীর্ব্বাদ-লব্ধ, বীর্য্যদীপ্ত রয়েছে নন্দন,
শক্তি-দত্ত মহাঅস্ত্রধারী রহিয়াছে প্রদ্যুম্ন আমার !
আসুক, আসুক ওরে—আসুক রুক্মিণীপুত্র
রাম-কৃষ্ণ সনে !
আসুক সাহায্যে তার দ্বারকার শস্ত্রপাণি
অযুত সেনানী !—

নয়ন নিমেষপাতে
প্রদ্যুম্নের করে তা'রা হইবে নিহত ;
প্রদ্যুম্ন থাকিতে আমি ত্রিভুবনে কারে নাহি গণি !

(মায়াবতীর প্রবেশ)

মায়াবতী। পিতা—পিতা !

শম্বর। মায়াবতী !
ঐ শোন্ কন্যা মোর—
জয়ডঙ্কা বাজে বুঝি গগন মণ্ডলে !
প্রদ্যুম্ন—প্রদ্যুম্ন আসিছে ওই
পিতৃশত্রু সংহার করিয়া !
ওরে, তোরা মুক্ত কর্ ··মুক্ত কর্ সর্ব্বগৃহদ্বার—

(মায়াবতীর প্রস্থান)

আবাহন কর্ অরিন্দমে !
(প্রদ্যুম্ন নেপথ্যে ডাকিল—"পিতা—পিতা")

শম্বর। প্রদ্যুম্ন ! প্রদ্যুম্ন !

(প্রদ্যুম্নের প্রবেশ)

আয়···আয় পুত্র, শম্বরের তৃষিত-হিয়ায় ; (আলিঙ্গন)
তোরে পেয়ে আর নাহি ডরি আমি রুক্মিণী-নন্দনে !

(প্রদ্যুম্ন হঠাৎ বিদ্যুৎপৃষ্টের মত শম্বরের আলিঙ্গন-মুক্ত হইল)

প্রদ্যুম্ন। রুক্মিণী নন্দন ?

শম্বর। হাঃ হাঃ হাঃ—কিবা ভয় তারে ?
ভয়-ত্রস্ত কোথা যাস্ সরে ?

ওরে পুত্র, তা'রই তরে যত আয়োজন তোর,
যতেক সাধনা।
রুক্মিণী নন্দন, রুক্মিণী নন্দন !—
তব করে মৃত্যু তা'র নিয়তি লিখন।

প্রদ্যুম্ন। পিতা—পিতা!

শম্বর। একি পুত্র! কি হেতু কাঁপিছে তোর সর্ব্ব কলেবর—
স্বেদজল কেন বহে দেহে?
নাসা-রন্ধ্রে কেন বহে ঘন দীর্ঘশ্বাস?
কি কারণ বিচলিত বল্ রে নন্দন?

প্রদ্যুম্ন। পিতা, পিতা, চরণে মিনতি—
এক ভিক্ষা তুমি মোরে আজি দেহ দান।

শম্বর। ভিক্ষা!

প্রদ্যুম্ন। তব-দত্ত অন্নজল আশৈশব করেছি গ্রহণ,
তব স্নেহে পুষ্ট মম সর্ব্বকলেবর,
তোমার মঙ্গল চাহি অস্ত্র ধরি করে,
তাই কহি শুন পিতা, মম অনুরোধ,
রাম-কৃষ্ণে শত্রু কভু না ভাবিহ তুমি।

শম্বর। প্রদ্যুম্ন—প্রদ্যুম্ন!

প্রদ্যুম্ন। দেখিয়াছি রাম-কৃষ্ণে দ্বারাবতী মাঝে,
জেনেছি সে রুক্মিণী-নন্দনে!
সত্য কহি তোমা পিতা,—করহ প্রত্যয়—
তারা তব শত্রু নহে কেহ।
রাম-কৃষ্ণে শত্রু যদি না ভাবহ তুমি

রুক্মিণী-নন্দন তব চরণ পূজিবে—
পিতৃতুল্য শ্রদ্ধাভক্তি তোমারে দানিবে।

শম্বর। প্রদ্যুম্ন! প্রদ্যুম্ন! বুঝিলাম এতক্ষণে
দ্বারকা নগরে তোরে
মায়াজালে রাম-কৃষ্ণ নিশ্চয় ভুলাল!
পিতৃশত্রু লভিয়া সন্ধান,
তাই বুঝি এসেছিস্ মুক্তিদান করিয়া তাহারে
অরাতির দূত রূপে মৈত্রীর স্থাপনে?
আরে কুলাঙ্গার পুত্র,—এরি লাগি শঙ্করের বর?
এরি লাগি শক্তি উজ্জীবন?

প্রদ্যুম্ন। পিতা—পিতা, পায়ে ধরি তব—

শম্বর। দূর হ'রে অবোধ সন্তান!
না—না, কোথা যাবি?
বালক দেখিয়া তোরে নিশ্চয় ভুলাল
যদুকুল-গ্লানি দুষ্ট শঠ জনার্দ্দন!
প্রবঞ্চনা, হীন-আচরণ,
শাঠ্য নীতি তার চিরকাল জানি;
যেমন লম্পট নিজে—

প্রদ্যুম্ন। স্তব্ধ হও—স্তব্ধ হও পিতা,
কৃষ্ণ-নিন্দা কভু না শুনিব।
জান পিতা, প্রদ্যুম্ন তনয় কার?
পিতা মোর বিশ্ব-পূজ্য শ্রীমধুসূদন—
জননী রুক্মিণী দেবী!

তব ছলে, তব ছলে শুধু
জন্মমাত্রে মাতৃ-অঙ্ক-হারা—

শম্বর। কি—কি বলিলি!
কৃষ্ণের তনয় তুই—রুক্মিণী-নন্দন!

প্রদ্যুম্ন। রুক্মিণী-নন্দন আমি—
তব গৃহে করিলা পালন শুধু
ধাত্রীমাতা দেবী বসুন্ধরা!

শম্বর। ওঃ (আর্ত্তনাদ করিলেন, পরে সহসা উন্মাদের ন্যায় হাসিয়া উঠিলেন) হাঃ হাঃ হাঃ, নিয়তি! নিয়তি! (সহসা পক্ষাঘাত গ্রস্তবৎ) ওঃ—ওঃ—ওঃ—

প্রদ্যুম্ন। একি হল—একি হল—পিতা!
মায়াবতী, মায়াবতী,—

(মায়াবতীর প্রবেশ)

মায়াবতী। পিতা—পিতা—

শম্বর। কে? পিতা বলি কে ডাকে আমারে?

মায়াবতী। মায়াবতী, পিতা, কন্যা তব নেহার সম্মুখে—

শম্বর। মায়াবতী! কন্যা মোর নিয়তি-রূপিণী।

মায়াবতী। পিতা—পিতা—(ক্রন্দন)

শম্বর! চুপ—কে কাঁদে, কে কাঁদে মোর অন্তঃপুর মাঝে!
বসুন্ধরা…বসুন্ধরা রাজলক্ষ্মী বুঝিরে কাঁদিছে
প্রতিক্ষণে প্রতিপলে স্বপ্ন জাগরণে!
ঐ বুঝি কেঁদে যায় ফিরে
শম্বরের রাজলক্ষ্মী শম্বরে ত্যজিয়া!

প্রদ্যুম্ন ।　ত্যজ অবসাদ পিতা,
বীর-শ্রেষ্ঠ তুমি, দুর্ব্বলতা তোমারে না সাজে—

শম্বর ।　দুর্ব্বলতা ।

প্রদ্যুম্ন ।　ভেবে দেখ পিতা,
পদচাপে তব কতবার বিকম্পিত হয়েছে মেদিনী,
সপ্ত-সাগরের বুকে উঠেছে কল্লোল,
দেব-নর-ত্রাস তুমি সৃষ্টির-বিস্ময়,
ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ শক্তিধর,
ইচ্ছামাত্রে অসম্ভব পার সাধিবারে—

শম্বর ।　সত্য···সত্য—কিসের আশঙ্কা তবে ?
ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ শক্তিধর আমি মায়ার প্রসাদে ।
ইচ্ছামাত্রে অসম্ভব সাধিবারে পারি—
আমারে বিনাশ করে হেন সাধ্য কার ?
নিয়তি—নিয়তি !
নিয়তি ধ্বংসিব আমি সৃষ্টি ধ্বংস করি ।

মায়াবতী ও প্রদ্যুম্ন ।　পিতা—পিতা ।

শম্বর ।　কেবা পিতা ! দানব শম্বর !
সৃষ্টি নাশ তরে শুধু জনম আমার ।
সপ্ত পাতালের তলে যেথা আছ নিদ্রাতুরা
ভোগবতী ধারা—
জেগে ওঠো...জেগে ওঠো উন্মাদিনী প্রলয় হুঙ্কারে—
ভূকম্প, অনলস্রাব, ঝঞ্ঝা, ঘুর্ণীবায়ু—

প্রদ্যুম্ন। স্থির হও···স্থির হও—

মায়াবতী। রক্ষা করো...রক্ষা করো পিতা—

(মহাপ্রলয়ে বিশ্বলোক ধ্বংস হইতে লাগিল)

(মকরাক্ষের প্রবেশ)

মকরাক্ষ। সম্রাট—সম্রাট—

শম্বর। ধ্বংস—ধ্বংস—

(ধ্বংসের আনন্দে উন্মাদের ন্যায় কেবলি অট্টহাস্য হাসিতে লাগিলেন)

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন, হান অস্ত্র ত্বরা,
কী দেখ দাঁড়ায়ে,—
বিশ্বসৃষ্টি নাশ হল মুহূর্ত্ত মাঝারে !

(প্রদ্যুম্নের অস্ত্রত্যাগ)

শম্বর। ওঃ (আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল)

প্রদ্যুম্ন। পিতা—পিতা— (বুকে লুটাইয়া পড়িল)

(দূরে করুণ যন্ত্রধ্বনি উঠিল ; নীল স্তিমিত আলোকে শ্রীকৃষ্ণ প্রদ্যুম্নের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। ওঠ পুত্র, বৃথা ক্ষোভ কর পরিহার।
বিদ্যা লভি' অপব্যয় করে যে বিদ্যার,
নাহি সাধে তাহে কভু নিখিল-কল্যাণ,
আপনার স্বার্থ-সিদ্ধি সঙ্কল্প যাহার,
স্থির জেনো—তাহার বিনাশ হেতু
অলক্ষ্যে থাকিয়া—নিয়তির সূক্ষ্মচক্র
আবর্ত্তন করে সদা
নিজে "চক্রধারী"

যবনিকা